ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 22 February, 2021 ■ আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৯ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষেরবিবার আগরতলায় শোভাযাত্রা। ছবি নিজস্ব।

প্রত্যেক জাতিকে মাতৃভাষা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং উষাবাজার ভারতরত্ন ক্লাবের সহযোগিতায় আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে ভাষা আন্দোলনের শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শুধু আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশের পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যারা ভাষা আন্দোলনে আত্মবলিদান করেছেন তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক জাতিকে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষার রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। নিজের মাতৃভূমি, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষাকে যেমন আমরা ভালোবাসি ও শ্রদ্ধা করি ঠিক তেমনি অন্যের ভাষাকেও সম্মান করতে হবে। মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে কোনও জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। প্রতিটি জাতির রক্তের বাধনে বাঁধা আছে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার হচ্ছে শিশুর জন্মগত অধিকার।

প্রতিটি জাতিকে তার নিজের ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে এবং অন্যের ভাষার প্রতি যোগ্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কল্যাণপুরে বৃদ্ধের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। কল্যাণপুর থানা এলাকার দক্ষিণ ঘিলাতলীতে আত্মহত্যা করেছে এক বৃদ্ধ কৃষক। কৃষকের নাম রশিদ সরকার।শনিবার রাতে বাড়ির পাশেই একটি গাছের ডালে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে ওই ব্যক্তি।রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন গাছের ডালে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজনদের খবর দেন। পরিবারের লোকজন এসে মৃতদেহ দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

পরিবারের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় কল্যাণপুর থানার পুলিশকে।পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কল্যাণপুর হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। বৃদ্ধ কৃষকের আত্মহত্যা সঠিক কারণ জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে আর্থিক অনটনে ভুগছিল কৃষক পরিবার। আর্থিক অনটন থেকেই বৃদ্ধ কৃষককে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে কিনা তা নিয়েও গুঞ্জন চলছে। কলানপুর থানার পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করেন ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বৃদ্ধ কৃষকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

পুলিশের জালে ধরা পড়ল নেশা কারবারী মৃণাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল কুখ্যাত নেশা কারবারি মৃণাল দত্ত। এদিন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার পুলিশ মৃণাল দত্ত কে হাতেনাতে পাকড়াও করে পাশাপাশি আটক করা হয়েছে একটি গাড়ি। আটককৃত মিনাল দত্তের বাড়ি নর্সিঙ্গড় এলাকায়। জানা যায় গত অপরাধীর বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় গত ৩০ শে জানুয়ারি এন ডি পি এস ধারায় কেইস রেজিস্টার করা হয়েছিল। কেস নাম্বার ছিল ১৪ /২০২১। বেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশকে প্রাধান্য দিয়েই দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে

বিজেপির বৈঠকে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। দেশই আগে, দেশকে প্রাধান্য দিয়েই দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রবিবারের পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী রণকৌশল নির্ধারণে বিজেপির বৈঠকে দেশের প্রতি গুরুদায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিজেপি কর্মীদের দেশের প্রতি গুরুদায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেন। বলেন, দেশই আগে। দেশকে প্রাধান্য দিয়েই দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দলের বিস্তারও করতে হবে দেশকে প্রাধান্য দিয়েই। এদিনের বৈঠকে করোনাকালে ভাল কাছের জন্য বিজেপির তরফে মোদীর প্রশংসাও করা হয়। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের পাশ করানো কৃষি আইনেরও ভূয়সী প্রশংসা করে বিজেপি। এদিন প্রধানমন্ত্রী দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন, কৃষি আইনের সাফল্যের কথা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে।

দেশের পাঁচ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলের আশায় বৈঠকে বসলেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। রবিবার দিল্লিতে বিজেপির পরিকল্পনা বৈঠকে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী। এদিনের বৈঠকে মোদী ছাড়াও রয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং পাঁচ রাজ্যের সভাপতি ও দায়িত্বে থাকা

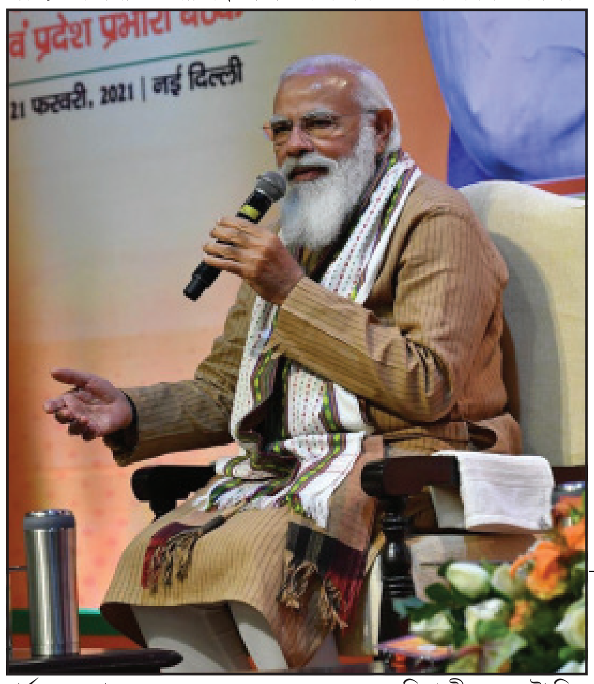

পর্যবেক্ষকরা।

সামনে দেশের পাঁচ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, অসম ও পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও তামিলনাড়ুতে ভোট খুব গুরুত্বপূর্ণ বিজেপির কাছে। তবে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিতে অসম ও পুদুচেরিকেও সমান গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি। এই রাজ্যগুলিতে বিজেপির প্রচার কৌশল ও সেখানে নেতৃত্বের ভূমিকা কী হবে সেটা স্থির করতেই এই বৈঠক। রবিবার দিনভর দিল্লিতে দলীয় কার্যালয়ে এই ব্লু প্রিন্ট তৈরি হবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। এদিন দিল্লিতে বিজেপির পরিকল্পনা বৈঠকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবর্জনার স্তুপে আগুন, অল্পতে রক্ষা উদয়পুর শহরের একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ফের আবারো অল্পতে রক্ষা পেল উদয়পুরে বাজারের ব্যবসায়ীরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার দুপুরে উদয়পুর বাজারে আবর্জনা থেকে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। আগুন দেখতে পেরে বাজারে ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরে দমকল কর্মীদের খবর দিলে সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীরা। দুইটি ইঞ্জিন নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনেন। এতে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় নি বলে জানান যায়। তবে ব্যবসায়ীরাদের অসচেতননা কারণে এই আগুন। সুবুদ্ধি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাশুড়িকে মারধর করে হাত ভেঙ্গে দিল পুত্রবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। পুত্রবধূর হাতে আক্রান্ত শাশুড়ি। থানায় মামলা। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা আমতলী থানা দিন পুণ্য গ্রাম এলাকায়। আক্রান্ত শাশুড়ির নাম কণা দাস। বয়স ৯৫ স্বামীর নাম মৃত অবনী মোহন দাস বাড়ি পূর্ণ গ্রাম এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত ১৫ বছর পূর্বে কনা দাসের স্বামী মারা যায়। তারপরে কণা দাস তার স্বামীর যত সম্পত্তি ছিল সম্পূর্ণ সম্প্রতি তার দুই ছেলের নামে করে দেয়। কিন্তু তার মধ্যে তার এক ছেলে মারা যায়।পরে কণা দাস তার অপর ছেলে বিমল দাসের বাড়িতে চলে আসে পূর্ণ গ্রাম এলাকায়।আর সেখানে আসার পর থেকেই বিমল দাস এর স্ত্রী অর্থাৎ তার পুত্রবধু শিখা দাস অনবরত তার শ্বাশুড়ীকে মারধোর করে যাচ্ছে। কেন সে বাড়িতে চলে এসেছে। তা নিয়ে দফায় দফায় সালিশি সভায় এলাকার মধ্যে তাতেও ক্ষান্ত থাকেনি পুত্রবধূ শিখা দাস। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে কণা দাস চলে যায় তার মেয়ের বাড়িতে।

অবশেষে রবিবার বিকেল বেলা পূর্ণ গ্রাম এলাকায় পুনরায় আসতেই তার ছেলের বাড়িতে বেধড়ক মারধর করে পুত্রবধূ শিখা দাস। তার একটি হাত পুরোপুরি ভেঙ্গে দেয় শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে গলায় আঘাত করলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরবর্তী সময়ে কনা দাস বাধ্য হয়ে আমতলী থানা মামলা দায়ের করে পুত্রবধূর শিখা দাসের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরাখণ্ড বিপর্যয় ঃ তপোবন সুড়ঙ্গে উদ্ধার আরও ৫ দেহ, মৃত্যু বেড়ে ৬৭

দেহরাদুন, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। উত্তরাখণ্ডের তপোবন সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার আরও পাঁচটি দেহ। সব মিলিয়ে এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৭। হিমবাহ ভেঙে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরে কেটে গেছে ১৫ দিন, এখনও বিরাম নেই দেহ উদ্ধারের। রবিবার জানা গেছে, শনিবার সন্ধেয় উত্তরাখণ্ডের তপোবন জলবিদ্যুত প্রকল্পের সুড়ঙ্গ থেকে তিন জন শ্রমিকের দেহ উদ্ধার করা হয়।

গভীর রাতে পাওয়া যায় আরও দু'জনকে। এই পাঁচজনের কারও নাম-পরিচয় জানা যায়নি। সব মিলিয়ে এপর্যন্ত উদ্ধার হওয়া ৬৭ জনের মধ্যে ৩৪ জনকে শনাক্ত করা গেলেও বাকি ৩৩ জনের নাম পরিচয় জানা যায় নি। এই ঘটনায় এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ১৩৭ জন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধানে উদ্ধার কাজ জারি রয়েছে। তবে সুড়ঙ্গ থেকে জল বের হওয়ায় উদ্ধার কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ দিন আরও দেহ উদ্ধারের পর উদ্ধারকাজের গতি আরও বাড়ানো হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব সুড়ঙ্গের ভিতরে আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন উদ্ধারকারীরা। প্রায় আড়াই কিলোমিটার লম্বা টানেল। আইটিবিপি-র জওয়ানরা বলছেন, 'ইউ' আকৃতির সুড়ঙ্গটা প্রায় ১২ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে যুব কংগ্রেসের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার গোটা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়। একইভাবে এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবন থেকে দুপুরে একটি আক্রোশ মিছিল সংঘটিত করে যুব কংগ্রেস। মিছিলটি শহরের আর এমএস চৌমুহনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বাইক ও মারুতী ভ্যানের সংঘর্ষে আহত ২ ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ফের যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই। ঘটনা বিশালগড় বাইপাস রোডে। বাইক এবং মারুতি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা।

জানা যায় টিআর০৮বি৯০৪৩ বাইক চেপে বিলোনিয়া থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে আসছিল দুই ভাই। তারা হল উত্তম সরকার এবং প্রবীর সরকার বিশালগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় এসে টিআর০৭সি০২২৬ মারুতি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শিরা আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় দমকল কর্মীদেরকে খবর পাঠায়। দমকল বাহিনীর কর্মীরা তড়িঘড়ি ছুটে গিয়ে আহত দুই ভাইকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল থেকে বাইক এবং মারুতি গাড়িটি আটক করে একটি মামলা করে।

বন না থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাহত হবে ঃ বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বন না থাকলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য দারুণভাবে ব্যাহত হবে। এর সরাসরি প্রভাব এসে পড়বে মানব সভ্যতার উপর। আজ বড়মুড়া হাতাইকতর ইকোপার্কে বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত দ্বিতীয় হর্ণবিল উৎসবের উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া একথা বলেন। তিনি বলেন, বনজ সম্পদ ধ্বংস করা মানে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়া।

এ বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব সবার। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে বন এবং বনজ সম্পদের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান সরকার বনজ সম্পদকে রক্ষা করার জন্য নানা ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এতে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, বনকে কেন্দ্র করে বহু মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে গুণগত দিক বজায় রাখার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি। ।রাজ্যের মানুষের মধ্যে মানসিকতার পরিবর্তন এসেছে। সরকারের রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুফল বর্তমানে মানুষ অনুভব করতে পারছেন। আজ আগরতলার বোধজং গার্লস স্কুলের সামনে আগরতলা মার্ট সিটি প্রকল্পের অন্তর্গত একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। যে সমস্ত প্রকল্পের আজ উদ্বোধন করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে ভলকান ক্লাব থেকে হরিজন কলোনী পর্যন্ত আরসিসি কভার ড্রেন নির্মাণ, বোধজং চৌমুহনি থেকে ভগবান চৌমুহনি পর্যন্ত দীর্ঘ ফুটপাত এবং কভার ড্রেন নির্মাণ, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বি কে রোড নির্মাণ, বি কে রোডের কভার ড্রেন এবং ফুটপাত নির্মাণ, ৪০টি মার্ট বাস সেল্টার নির্মাণ এবং আমত প্রকল্পে বোধজং গার্লস স্কুলের উন্নতি এবং সৌন্দর্যায়ন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে গুণগত দিক বজায় রাখার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ার পর আগরতলা সহ দেশের ১০০টি শহরের সার্বিক উন্নয়নের উপর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো। আগে শহরের অত্যাধুনিক ব্যবস্থাপনা দেখার বা অনুভূতি নিতে জনগণকে বড় বড় শহরে যেতে হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এই ভাবনায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। বড় শহরের উন্নয়নের পাশাপাশি ছোট শহরগুলির উন্নয়নের ফলে সেখানকার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। মহিলা স্বসহায়কদের মাধ্যমে আগরতলা শহরের বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। রাজ্য সরকার আগরতলা শহরের বর্ষায় জল জমা সমস্যা নিরসনে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার পাশাপাশি ড্রেনগুলির উন্নতিকরণের উপর জোর দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা সহ আরবান লোকাল বডিগুলির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৩৩ ▫ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ৯ ফাল্গুন ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রথম পরিচয় মাতৃভাষা

যেকোনো মানুষের প্রথম পরিচয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। মাতৃজঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রত্যেকটি শিশু মায়ের ভাষায় কথা বলিতে শিখে। মায়ের কাছ থেকে শেখা ভাষায় মাতৃভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রত্যেকের অঙ্গীকার হওয়া উচিত মাতৃভাষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের রাজ্যে ও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হইয়াছে।শুধুমাত্র মাতৃভাষা দিবস পালন করিলে এবং ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই মাতৃভাষা দিবস সার্থক রূপ লাভ করিবে না।মাতৃভাষা দিবসকে আরো বলিষ্ঠ করিবার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। ভাষা , ধর্ম, জাত পাত, পোশাক-পরিচ্ছদ আহার ইত্যাদি নিয়া ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে যে বিতর্ক তৈরি হইতে শুরু করিয়াছে তাহা কোনভাবেই শুভ ইঙ্গিত বহন করিতেছে না।ধর্মীয় উন্মাদনা দেশের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক আঘাত নামাইয়া আনিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনা বন্ধ করা জরুরী। অন্যতায় ভারত বর্ষ ধর্মনিরপেক্ষতার তকমা হারাইয়া ফেলিবে।ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।ভারতের সংবিধানের সব ধর্মের মানুষের ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে। প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করিতে পারিবেন।স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়াইয়া অন্য কোন ধর্মের উপর আঘাত সৃষ্টি করা কোনভাবেই সমুচীন নয়। রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় যে দল বা সরকার থাকুক না কেন তাহাদের অন্যতম দায়িত্ব হলো ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।ভারত বর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়ার কারণেই ক্রিসমাস ডে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষ সমান ভাবে উপভোগ করিতেছেন। এই রীতিনীতি চিরকাল অটুট থাকিবে এটাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের চিন্তন মননে দৃঢ় বিশ্বাস।সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানব সভ্যতা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। মানব সভ্যতা অগ্রসর হইবার পিছনে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির অবদান অবস্মরণীয়।বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া মানব সভ্যতার অগ্রগতি চিন্তাই করা যায় না। তবে মানবসভ্যতা যতই অগ্রসর হোক না কেন ইতিহাস কিংবা পূর্বপুরুষকে বাদ দিয়া সমাজ উন্নয়ন বা সমাজ কল্যাণ অর্থহীন। ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইতিহাসকে ভুলিয়া গেলে মানুষ শ্রদ্ধাবোধ ও মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিবে। কেননা

সবার উপরে মানুষ সত্য। তাঁহার এত বড় উপলব্ধির কথা কবি চণ্ডীদাস আমাদের সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়াছিলেন প্রায় ছ'শো বছর আগে। পৃথিবী তারপর বহু বহু দূর এগিয়ে গিয়াছে জ্ঞানে বিজ্ঞানে চিন্তায় চেতনায়। পূর্বপুরুষদের অনেক চিন্তা উপলব্ধি সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। স্বভাবতই বাতিলও হইয়াছে সেসব। আবার বহু উপলব্ধি ধ্রুব সত্য হইয়া রহিয়াছে। সেসব বাতিল হওয়া দূরে থাক, সেগুলির সামান্য পরিবর্তনের কথাও আমাদের মনে হয় না। তার মধ্যে একটি অবশ্যই চণ্ডীদাসের পরম উপলব্ধি'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। সমাজ, দেশ, রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বব্যবস্থা সবটাই মানুষের কল্যাণচিন্তাকে কেন্দ্র করে। পরিবেশচিন্তায় বাতাস, অরণ্য, জলাভূমি এবং সমস্ত প্রাণীকে বাঁচানোর কথা বলা হইয়াছে। সেখানে জীবে প্রেমের ধারণা, তাহার মূলেও মানুষের কল্যাণ। সবকিছু বাঁচিলে পরেই প্রকৃতি তাহার ভারসাম্য ধরিয়ি রাখিতে সক্ষম হইবে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাইয়া যাওয়ার পরিণাম মানুষের জন্য অমঙ্গলের। মানবসভ্যতার সামনে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়াইয়া পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলাইতে গিয়া আমাদের খাদ্য তালিকা দীর্ঘ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে আপস করে বসতির বিস্তার ঘটাইতে হইয়াছে। কৃষি বিপ্লব, শ্বেত বিপ্লবের মতো একাধিক খাদ্য বিপ্লবের নামে কিছু কৃত্রিম ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করিতে হইয়াছে। সেখানেও পদে পদে নিশ্চয়তা দিতে হইয়াছে যে, শেষমেশ মানুষ সুরক্ষিতই থাকিবে। চিকিৎসা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজন মিটাইতে গিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্য, বিনোদন, সংবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মানুষের কল্যাণচিন্তার সঙ্গে আপস করিবার কথা পরিত্যাগ করিয়াছে সমস্ত সমাজ। সবচেয়ে বেশি এবং মারাত্মক মতভেদের জায়গাটি হইল ধর্মাচরণ। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাসী ভারত মানিয়া নিয়াছে 'যত মত তত পথ'। ধর্ম বিশ্বাসটা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত। প্রতিটি মানুষ তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুসারে ধর্মাচরণ করুন। তাহাতে কোনও সমস্যা নাই। এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁহারা কোনও প্রথাগত ধর্মে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের কাছে ধর্ম একটাইমানবধর্ম। তাঁহাদের এই ভিন্ন চিন্তাকেও ভারত সমান শ্রদ্ধা করে। বিভিন্ন ধর্ম নানাভাবে যত কথাই বলুক, সব কথার সার কথা হইল'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'।

মানুষের মনে একইসঙ্গে দু'রকম চিন্তা চলিতে থাকে। সুচিন্তা ও কুচিন্তা। এই দুই চিন্তার দ্বন্দ্ব নিয়াই মানুষের দিন কাটে। সুচিন্তার প্রাবল্যেই মানুষ প্রতিদিন জয়ী হয়। কিন্তু যখন কুচিন্তা মানুষকে পুরো গ্রাস করিয়া ফেলে তখন সে অপরাধ করে বসে। আবার এই অপরাধপ্রবণতা দূর হইলেই একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে সৎ বা সাধুতে রূপান্তরিত হইতে পারেন। তাই আধুনিক সমাজবিজ্ঞান অপরাধীর বিনাশ চায় না, অপরাধপ্রবণ মনের বিনাশ চায়। মৃত্যুদণ্ড রদ করিবার পক্ষে এটাই তাঁহাদের যুক্তি। আমাদের দেশেও 'জেল' বা 'কারাগার' শব্দটির বদলে 'সংশোধনাগার' কথাটি ব্যবহারের যুক্তি এটাই। সংশোধিত মানুষকে মূল স্রোতে বরণ করিয়া নেওয়াই আধুনিক শিক্ষা। এই ধ্রুব সত্য কথাাা ভুলিয়া গেলে চলিবেনা। সমাজ সংস্কাকার এবং মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাও যথেষ্ট সময় উপযোগী। সেই কারণেই আধুনিক শিক্ষাষা ব্যবস্থাও অতীতকে কোনভাবেই অস্বীকার করিতেছে না। অতীত ও বর্তমানের সম্মিলিত প্রয়াসই ভবিষ্যৎ গঠনের অন্যতম সোপান। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও বলিষ্ঠ করিবার জন্য প্রতিটি ধর্ম -বর্ণের , ভাষাভাষী মানুষকে যথাযথ দায়িত্বব পালন করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই ভারত বর্ষ প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইবে।

কোভিডের সঙ্গে অসম-যুদ্ধ

কৌস্তভ মুখোপাধ্যায়

মাসির বাৎসরিক অনুষ্ঠান সেরে গত ১৮ মার্চ যখন কলকাতা বিমানবন্দরে গৌছুলাম, তখন রাত প্রায় আটটা। আগের তিনদিন খুব ভালো কাটালাম বেনারসে। আর উপরি পাওনা, দিল্লি ইউনিভার্সিটি মেয়ের ছুটি ৩০ তারিখ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতএব মেয়েও দিল্লি বদলে আমার সঙ্গেই কলকাতা ফিরেছে। এবার বেনারসের সঙ্গে চুনার দুর্গটাও ঘুরে এসেছি বিন্দাস। কোনো টেনশন নেই। ইতিউতি "মাহ" ঢাকা মুখ দেখে মুচকি হেসেছিও। কলকাতায় পৌছে কীরকমযেন একটা শিউরে ওঠা অনুভূতি হল। শুনশান বিমানবন্দর। দাঁড়িয়ে আছি লাগেজ বে-তে। হঠাৎ অসিতেন্দুদার ফোন। ডা. অসিতেন্দু দত্ত আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বা সম্পৃক্ত এক মানুষ। বলল, চাল-ডাল তুলেছিস আমি তোহা। হঠাৎ রাত দুপুরে এই প্রশ্ন কেন? সেটা বুঝলাম বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরার সময়। এত শুনশান ভিআইপি রোড আগে কখনো দেখেছি বলে মনেই পড়ে না।

কোভিডের ভীতি তখন আস্তে আস্তে বুকের মাঝে চেপে বসছে। পরের দিনই আমাদের মহুয়া চাল-ডাল আর বেশ কিছু আনাজ ও শুকনো খাবার স্টক করে ফেলেছে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, যে ছবি এতদিন টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছিলাম, তা আমার মনের পর্দা সরিয়ে উঁকি মারতে শুরু করেছে। বসলাম সবার সঙ্গে। আমার পরিচালন সমিতির বৌদি এবং নিশ্চিতভাবে সঙ্গে অসিতেন্দুদা। হোম চালাব, না বন্ধ করে ঘাপটি মেরে বসে থাকব। মাথায় ছিল, শুধু তো আমরা নই, খোলা-বন্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার প্রায় ১৫০ কর্মী এবং তাদের পরিবারের বাকবিতগার কোনো জায়গা ছিল না। আমরা একযোগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এই মেডিক্যাল-জরুরি অবস্থায় আমরা আমাদের পরিষেবা চালু রাখব। তবে এখনই না।

ওই আলোচনার পরেও একটা প্রশ্ন রয়েই গেল, আমাদের এই সীমিত পরিকাঠামোর চিকিৎসা চলবে কী করে? পদে পদেই তো এক রোগী থেকে আরেক রোগী বা আমাদের নিজেদের সংক্রমণের ভয়। একটা কথা বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমাকেই সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। আমার সামনের সারির যোদ্ধাদের মুখে তখন স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন। হঠাৎ ছবিটা বদলে গেল। আকাশ থেকে যেন দেবদূতের মতো হাজির হলেন ডা. দেবকিশোর গুপ্ত, আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্ট। সেই সময় উনি CMRI এর Infection control Depr, Head করছিলেন। বসা হল ওনার সঙ্গে। একটা বড় হাসপাতালের সিস্টেমকে কীভাবে একটা সীমিত কাঠামোর ছোট হাসপাতালে আনা যায়, তার একটা রূপরেখা তৈরি হল। পরের দিনই লিখে ফেললাম একটা প্রোটোকল, আমাদের নিজস্ব প্রোটোকল। সবচেয়ে বড় বাধা একটা, লিফট। কিন্তু যেটা আমাদের সিস্টেমের সমস্যা, সেটা তো আর রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই যা আছে তাই দিয়েই বানাতে হবে আমাদের নিজস্ব প্রোটোকল। গোটা একটা তলা (ফ্লোর) বন্ধ করে

আমাদের স্টাফদের থাকার ব্যবস্থা হল। প্রতি ১৫ দিন অন্তর বদল হবে আমাদের স্টাফ। তিনটে আইসোলেশন বেড বানানো হল। ইতিমধ্যে ২০ তারিখ প্রধানমন্ত্রী জনতা কার্ফু ঘোষণা করলেন। বেশ বোঝ গেল সরকার আরো কড়া পদক্ষেপের পরিকল্পনা করছে। তাই মেডিক্যাল এমার্জেন্সির নিজসপত্র তোলার পরিকল্পনা হল। কোথা থেকে পিপিউ কিট পাওয়া যাবে, কোথা থেকে সস্তায় মাস্ক তার খোঁজ চালু থাকল। এ ব্যাপারে মহুয়া খুব এফিসিয়েন্টলি একটা সাপ্লাই চেন তৈরি করতে সক্ষম হল। সৌরভ মেডিসিনের সাপ্লাই লাইন শক্ত করে তলুল। একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, পরিকল্পনার রাশটা একজনের হাতেই রাখতে হবে আর সেটা আমার হাতেই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল, আমরা যারা পরিষেবা দেব, তারা যেন ইনফেবরেড না হয়ে যাই। তাই আমাদের জন্য বেশ কিছু প্রোটোকল

তৈরি হল এবং আরো কড়া নজরজারিতে তা আর রোগী নেগেটিভ হলে তাদের জেনারেল মরচুয়ারিও এসে পড়ে। ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করছিলাম। পজিটিভ এলেই জানাচ্ছিলাম সরকারকে। আর সরকারি তরফে তাদের কোনো না কোনো কোভিড ওয়ার্ডে কার্ধকরও করে ফেললাম। শুরুর দিকে যখন এসএসকেএম হাসপাতাল ছাড়া আর কোথাও "স্যাম্পেল টেস্ট" হচ্ছিল না, তখন আমি নিজেই নিয়ে যেতাম সব স্যাম্পেল। কখনো কখনো স্যানল্যান্সে নিজেও এনেছি কোভিড আক্রান্তদের। মনের মধ্যে এই ভাবনা কাজ করছিল যে, নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতে না পারলে আমার অধঃস্তন কর্মীদের কখনোই উদ্বুদ্ধ করতে পারব না।

মনে আছে আমাদের প্রথম ইনডোর পজিটিভ পেশেন্টের কথা। এপ্রিলের গোড়ার কথা, সব হাসপাতালে ঠোক্কর খেতে খেতে ভর্তি হলেন বছর পঁয়ষট্টির এক বৃদ্ধা। বাইপ্যাপ সাপোর্ট দেওয়া হল। পরের দিন ওনার কোভিড-পজিটিভ বের হল। প্রসঙ্গত, ওই স্যাম্পলটাও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনই বিকেলে নার্সিং হোমে এসে দেখি, যে তলায় আমাদের স্টাফদের রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। কেউ অস্বীকার করছেন। ডা. অভিজিৎ রায় ছোটখাটো একটা দিয়ে ফেললেন। শেষপর্যন্ত ধারা ডিউটি করতে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁদের জয়েন করতে রাজি করানো গেল। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের সব স্টাফদের এইচ সি কিউ এস খাইয়ে দিয়েছিলাম নিজেদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে। এটা অবশ্য আই সি এম আর এর গাইডলাইন মেনেই করা হয়েছিল। পেশেন্টকে আমরা পরের দিন সন্ধ্যায় উলুবেড়িয়ার এক কোভিড হাসপাতালে পাঠাতে সক্ষম হই। দুর্ভোগাক্রমে রোগী হাসপাতালে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। স্থানান্তরিত করছিল। এক কোভিড পজিটিভ প্রসূতি মায়ের বাচ্চাও হল। পরে আমরা মা-সহ ওদিকে, কোভিডের ছোট ছোট ঢেউই তখন সুনামি। ১৩টি বেডে সংকুলান করা যাচ্ছে না। রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেড আযালোকেশনের দায়িত্ব তখন আমার ওপর। কীভাবে পেশেন্টদের জায়গা দেব, তার প্ল্যান

বাচ্চাটিকে ৬.৫-এ স্থানান্তরিত করেছিলাম। আস্তে আস্তে বা ০২০ নোডাল ডিপার্টমেন্ট হয়ে উঠল। আমাদের নার্সিং হোমের ওই কোভিড- যুদ্ধে যে সব সরকারি অফিসারের প্রয়োজনে সাহায্য পেয়েছি তাদের মধ্যে আর্শাদ ওয়ারসি, সোমা শীল মল্লিক, হরেকৃষ্ণ চন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হবে। যখনই ফোন করেছি, হোয়াটসঅ্যাপ করেছি, তখনই আমরা সাহায্য পেয়েছি। মে মাসের গোড়ার দিকে ১০ কিছু ল্যাবরেটরিকে ষণ" ৮০২ করার অনুমোদন দিল। লাল-প্যাথ ল্যাবের সঙ্গে আমাদের যোগসুত্রের কারণে আমরা ওদের স্যাম্পেল পাঠাতে লাগলাম। দেখা গেল, যেটা আমাদের ধীরে আউটডোর-কালেকশন সেন্টারে রূপান্তরিত হল। একটা ঘর, একটা কালেকশন ওয়াল তৈরি হল। প্রতিদিন স্যাম্পল কালেকশনের জন্য একটা টিমও তৈরি হল। প্রায় তিরিশের ওপর স্যাম্পল যেত প্রতিদিনে। আইসিএমআরের গাইডলাইনের ওপর ভিত্তি করে নোডাল বডি হিসেবে একটার পর একটা গাইডলাইন তৈরি করতে লাগল। জুলাই মাসের শেষে আমাজের কাছে ১৫টি বেড বন্ধ রাখা যাবে না। খুলে দিলাম আর একটা ফ্লোর। স্টাফদের আবড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। প্রতিদিন গাড়ি যেত ওদের তুলতে আর নামাতে। দুটো গাড়ি প্রতিদিন ৩০০ কিলোমিটারের ওপর দৌড়াত। একইসঙ্গে কিছু পরিকাঠামোগত অদলবদলের জন্য উলুবেড়িয়া থেকে আনসার মিস্ত্রি আর তার দলবলকে নিয়ে এলাম। নার্সিং হোমের সমানের দিকটা কেবিন সহ আই সি ইউ কে করা হল কোভিড জোন বা রেড এবং অরেঞ্জ জোন। আর পিছনের ডেনারেল বেড ও দ্বিশয্যা কামরা হল গ্রিন জোন। ইতিমধ্যেই আমাদের মরচুয়ারিও এসে পড়ে। ওদিকে, কোভিডের ছোট ছোট ঢেউই তখন সুনামি। ১৩টি বেডে সংকুলান করা যাচ্ছে না। রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বেড় অ্যালোকেশনের দায়িত্ব তখন আমার ওপর। কীভাবে পেশেন্টদের জায়গা দেব, তার প্ল্যান চলে প্রতিদিনই। এদিকে চিকিৎসকরাও তখন বুঝতে শুরু করেছেন, কীভাবে কোভিড চিকিৎসা করা হবে। আমরাও বুঝতে পারছিলাম। ওদিকে আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে, সেরেও গিয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে এখনও পর্যন্ত আমাদের একজনকেও হারাতে হয়নি। অন্যদিকে ও একটার পর একটা সঠিক পদক্ষেপ করেছে কোভিড চিকিৎসা সুলভলভ্য করতে।

কোভিড সংক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে লাগল মৃত্যুও। আমাদের হাসপাতালে মৃত্যুহার সর্বোচ্চ পৌঁছেছিল নভেম্বরের শেষের দিকে। কিছু নিকটাত্মীয়, পরিচিতদেরও কোভিডের শিকার হতে দেখেছি। আর দেখেছি কিছু অমানবিকতা। দেখেছি ৩২ বছরের স্বামীকে হারিয়ে স্ত্রীকে কোনওরকমে সই করেই পালিয়ে যেতে। আবার এও দেখেছি, বৃদ্ধা মায়ের কোভিডে ফুসফুস নষ্ট হয়ে গেছে জেনেও এক সন্তানের অসম লড়াই চালিয়ে যেতে। এক ভদ্রলোক তো ৭০ শতাংশ অক্সিজেনের মাত্রা নিয়ে বীকুড়া থেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসে ভর্তি হলেন আমাদের হাসপাতালে। ডিসেম্বরের শেষদিকে হঠাৎ কমে গেল কোভিডে মৃত্যুহার। মজার কথা, কোভিড সংক্রমণের হারও দুম করে পড়ে গেল। সরকারি বা বেসরকারি শয্যার হাহাকার আর রইল না। পশ্চিম দুনিয়া, এমনকী ঘরের কাছে পাকিস্তান যখন করোনা-থাবায় নাস্তানাবুদ, তখন কোভিডের দ্বিতীয় সংক্রমণ নিয়েও ভারতবর্ষে কোভিড-নির্মূলের পথে কোভিড। আমার ১৩ শয্যা এখন নরমাল। কোভিড-বেড বলে নাম-কা-ওয়াস্তে দুটো রাখা আছে বটে, তবে এখন আর সেখানে রোগী নেই। এবং আইসোলেশনটাও এখন চালিয়ে যাচ্ছি। এবার প্রতিবেদনের নামকরণের ব্যাখ্যায় আসি। বড় বড় হাসপাতাল, তাদের পরিকাঠামো যেমন বিশাল, তেমন বিশাল তাদের মানবসম্পদ। একটা ছোট নার্সিংহোমের পক্ষে এই অতিমারির মোকাবিলা সহজ নয়। অথচ রোগীদের দিকে তাকিয়ে আমাদেরও ওই মারণ-

থাবার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। কোভিড সম্পর্কে ভীতসন্ত্রডাক্তার, নার্স ও নয়। অথচ রোগীদের দিকে তাকিয়ে আমাদেরও ওই মারণ-থাবার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হয়েছে। কোভিড সম্পর্কে ভীতমনত ডাক্তার, নার্স ও স্থ্যকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা, মোটেই সহজ কাজ নয়। কখনো কখনো বেসিক কিছু অতি ডাক্তারবাবুরা। পেশেন্ট নিতে ত্যান্দুল্যান্স অস্বীকার করেছে। আবার তার মধ্যেই কেউ কেউ এগিয়ে এসেছেন অকুতোভয়ে। চ্যালেঞ্জ হয়েছে অনেক কিছু, প্রতিদিন, প্রতিক্ষেত্রে। খরচ হয়েছে জলের মতো। গাড়ির তেলের খরচই ছিল মাসে লাখ টাকার উপরে। প্রোটেকশন-কিট কিনেছি, আমাদের কোভিড যোদ্ধাদের ইনসেনটিভ দিয়েছি, তিন লাখ টাকা দিয়ে ৭২০ যন্ত্র কিনেছি, যা এই কোভিড পরবতী সময়ে ব্রাত্য। একগাদা রেমডেসিভির নষ্ট হয়েছে, কারণ হোলসেলাররা তুলে নেয়নি। ভনমালসে যতই ধারণা থাকুক, যতই চা চলুক, করোনা-কালে আমরা শুধু কামিয়ে গিয়েছি, তা যে নিতান্তই একপেশে ভাবনা, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই। বরং ওই সময়ে যে জানাই ডা. অসিতেন্দু দত, ডা. তুষারকান্তি বাগ, ডা. অভিজিৎ রায়, ড় সত্যব্রত সরকার, ডা. দেবকিশোর গুপ্ত এবং অন্য সব ডাক্তারবাবুদের, যারা আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়াই চালিয়েছেন। যে খণ কোনোদিন পরিশোধ করতে পারব না, তা হল আমার সহযোদ্ধাদের খণ, যারা সংস্থার মুখ চেয়ে দীতে দীত চেপে লড়াইটা করেছিল। যে লড়াই আজ একবছর আগে শুরু হয়েছিল, তা এখন শেষের পথে। ভ্যাকসিন এসে গিয়েছে, আমরা কেউ কেউ তা পেয়েও গিয়েছি।জান ও জাহান দুইই এখন সুরক্ষিত। আসলে, আমাদের পিঠ চাপড়ানোর কেউ নেই। তাই এই অসম লড়াই চালানোর কালে ঘুমোতে যাওয়ার আগে রোজ নিজের পিঠ নিজেই চাপড়েছি। এবং আমরা তৃপ্ত, সেই লড়াই দিকন্রস্ট হয়নি।

(সৌজন্যে- দৈ: স্টেটসম্যান)

কর কমবে, টাকাও বাড়বে— দুই লক্ষ্যে ইএলএসএস

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

লগির ঠিকানা হিসাবে এখন অনেকেই মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বলছেন। মিউচুয়াল ঝুঁকে নেবার দ্বিধা, অনীহা ইত্যাদি কারণে এই ধরনের বিনিয়োগে অনেকেই উৎসাহ বোধ করেন না। হাতে কিছু টাকা আছেষা দৈনন্দিন প্রয়োজনে বা এক্ষুনি অন্য কাজে লাগবে না। আর যাঁরা এই টাকা পিপিএফ, জীবন বিমার মতো চেনা পথে বিনিয়োগ না করে একটু ঝুঁকি নিয়ে এক ঢিলে দুই লক্ষ্যে পৌছতে চাইছেন, তাদের জন্য লগ্নির একটি রাস্তা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা। লক্ষ্য এক-ত্ত আয়করে ছাড় পাওয়া। লক্ষ্য দুই-- লগি থেকে একটু বাড়তি রিটার্ন। বাঁধা ধরা হারে সুদের বাইরে কিছু পাওনা। আর এই ধরনের লগ্নির জন্য রয়েছে "ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিংস স্কিম" যা কিনা বেশি পরিচিত ইএলএসএস নামে।

ইক্যুয়িটি ছাড়া এই সিমে মিউচুয়াল ফান্ড বলে কোন কথা নেই, বরং আছে সেভিংস স্কিম। এজন্য মনে হতে পারে এই স্কিম আর দশটা ব্যাঙ্কের সেভিংস স্কিমের মতো কোনো প্রকল্প। প্রথমেই বলা ভালো, এই ভাবনা একেবারে একশো শতাংশ ভুল। এই স্কিম মিউচুয়াল ফান্ডের অন্যান্য স্কিমের মতোই তফাৎমাত্র আয়কর ছাড়ে। ইএলএসএস নিয়ে আলোচনার আগে আমরা খুব চোট করে মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কে দুচার কথা বলে নেব, যা আজকের আলোনায় উঠে আসবে। মিউচুয়াল ফান্ডকে খুব সহজ করে বললে বলা যায়, কোনো একজন ব্যক্তির বা শেয়ার বাজার বা সরকারি, বেসরকারি ঋণপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে বাজার জনিত ঝুঁকি আছে এমন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে টাকা বাড়াতে চান। কিন্তু শেয়ার বাজার বা এই ধরনের বিনিয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাহলে কি ডাকঘর, ব্যাঙ্কের সেই সেভিংস স্কিম, রেকারিং ডিপোজিট, মেয়াদি আমানতই একমাত্র ভরসা? না, ঝুঁকি নিতে রাজি থাকলে কোনো পেশাদার কোম্পানির মাধ্যমে শেয়ার, ঋণপত্র বা শেয়ার- ঋণপত্র এই দুই মিলিয়ে বিনিয়োগ করা যেতে

পারে। তবে এককভাবে নয়, আরো অনেক বিনিয়োগকারীর সঙ্গে মিলেমিশে। কোথায় টাকা কোম্পানি বা পেশাদার সংস্থা তহবিলের অর্থ পেশাদার সংস্থা শেয়ার বন্ড ও অন্যান্য সম্পদে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগকারীর অর্থ ইউনিট" কেনা নামে পরিচিত। পারস্পরিক তহবিলের অর্থ বাজারে খাটিয়ে যে টাকা আসবে তা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই ধরনের

বিনিয়োগই হল মিউচুয়াল ফান্ড।

সব মিউচুয়াল ফান্ড যে এক ধরনের তা নয়। মিউচুয়া ফান্ড ক্লোজড এন্ড বা ওপেন এন্ড ফান্ডস হতে পারে। ক্লোজড এন্ড ফান্ডে নির্দিষ্ট সংখ্যক শেয়ার পেশাদার সংস্থা অফার করে (আইপিও)। আর ক্লোজড এন্ড মিউটুয়াল ফান্ডের নির্দিষ্ট একটা সময় থাকেত্ত সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ তুলে নিতে পারেন না।

অন্যদিকে "ওপেন এন্ডেড" মিউচুয়াল ফান্ড কেনাবেচার নির্দিষ্ট কোনো সময়ে বাঁধা থাকে না। মোট তহবিল গড়ে তোলার জন্য শেয়ার সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়। এছাড়া মিউটুয়াল ফান্ডের অর্থ কোথায় লগি করা হচ্ছে তার ভিত্তিতে

আরেকবার ভাগ করা যেতে পারে। এই ভাগগুলি হল:

ইক্যুয়িটি ফান্ড মুলত করা হয়। আর এজন্য এই ধরনের মিউটুয়াল ফান্ডে ঝুঁকি বেশি। বাজারের ওঠানামায় সরাসরি যুক্ত।

ডেট ফান্ড সরকারি, বেসরকারি খণপত্র, বন্ডের মাধ্যমে টাকা লগ্মি করা হয়। এজন্য এই ধরনের মিউটুয়াল অপেক্ষাকৃত ঝুঁকি কম। রিটার্ন মোটামুটি নিশ্চিত হলেও, পরিমাণ খুব বেশি হয় না।

ব্যালা ফান্ড এই ফান্ডের নামই বলে দিচ্ছে, এই ধরনের ফান্ড ঝুঁকি ও কম ঝুঁকির বিনিয়োগের মধ্যে বোঝাপড়া করে চলে। ইক্যুয়িটি ও ডেট এই দুই ক্ষেত্রেই টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

গিল্ড ফান্ড: বলা যেতে পারে ফান্ডস। সরকারি সিকিউরিটিতে টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

মানি মার্কেট মানি মার্কেট বা লিকুইড ফান্ড স্বল্প মেয়াদের বিনিয়োগ। কমার্শিয়াল পেপার, ট্রেজারি ইত্যাদিতে এই ধরনের মিউচুয়াল ফান্ডের টাকা লাগানো হয়। বিনিয়োগের ধরন অনুসারে মিউচুয়াল ফান্ডের এই বিভাজনের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, আজকের আলোচিত ইলএসএসএস বাজার নির্ভর মিউচুয়াল ফান্ড অর্থাৎ এই মিউচুয়াল ফান্ডের বেশি টাকাই বিনিয়োগ করা হয় ইক্যুয়িটিতে বা শেয়ার। ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিয়োগ খুব বেশি হয় না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ পলতা বইমেলায়

করোনা আবহের মধ্যেই যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হলো পলতা বইমেলা ২০২১। স্টেশন লাগোয়া ইউনাইটেড স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার মেলা প্রাঙ্গণের মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করা হয়। শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

১৩ ফেব্রুয়ারি এই মেলার উদ্বোধন করেছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অরুণ চক্রবর্তী। এদিন ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলতা বইমেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণ বর্মন। মূলত তারই অক্লান্ত পরিশ্রমের জেরে এই বইমেলা সার্থকতা লাভ করেছে। প্রতিভাস, সাহিত্যম, শিশু ভারতী, সাহিত্যে আকাদেমির মতন প্রকাশকরা মেলা প্রাঙ্গণে স্টল দিয়ে নজর কেড়েছে। এ দিনই ছিল বইমেলার শেষ দিন। ফলে বইপ্রেমীদের ভিড়ে উপচে পড়েছে মেলা প্রাঙ্গণ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বই অনুরাগীরা এখানে আসেন। মেলার শেষ দিনে বই কেনার জন্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা ছিল চোখে পড়ার মতো। বই কেনাকাটা ছাড়াও ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। এই সকল সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারগুলির দায়িত্বে ছিলেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী সৌগত রায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার ত্রিপুরা কেমিস অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশ-ভারত স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২১।।বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ বৈঠক হবে। শনিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্ত সচিব (পিএস) দেওয়ান মাহবুবুর রহমান গন মাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ও ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোস্তফা কামাল উদ্দীনের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বৈঠকে অংশ নেবেন।'

তিনি বলেন, 'করোনার কারণে এর আগে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের এই বৈঠক স্থগিত করা হয়েছিল। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এখন তারা (ভারতের প্রতিনিধি দল) আসছেন।'

ভারতের পে বৈঠকে নেতৃত্ব দেবেন সেদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় কুমার ভাল্লা। বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে অংশ নিতে ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিতে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

গত ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হওয়ায় তখন ভারতের প্রতিনিধি দল আসেনি। এ কারণে ওই বৈঠক স্থগিত করা হয়।

পাথারকান্দি, চান্দখিরা এবং বাজারিছড়ায় তিনটি অ্যাম্বুলেন্স দিলেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু

পাথারকান্দি (অসম), ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার রোগীদের সুবিধার্থে আপৎকালীন পরিষেবার জন্য তিনটি অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। আজ রবিবার পাথারকান্দি কমিউনিটি হেল সেন্টার, চান্দখিরা বিজেপি চা মোর্চা এবং বাজারিছড়ার নেতাজি সংঘকে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের মাধ্যিমে এই অ্যাম্বুলেন্সগুলি প্রদান করেছেন বিধায়ক।

এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণেন্দু জানান, দুটি অ্যাম্বুলেন্স বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন (এমএলএডিএস) তহবিল থেকে বরাদ্দ করা হলেও একটি নিজের ব্যনক্তিগত টাকায় কিনে দিয়েছেন। বিধায়কের এ ধরনের উদ্যোগকে এলাকার জনগণ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

অ্যাম্বুলেন্স প্রদান উপলক্ষ্যে আজ পাথারকান্দি স্বাস্থ্যরকেন্দ্র সহ চান্দখিরা এবং বাজারিছড়ায় পৃথক পৃথক তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোতে পুজার্চনার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হাতে অ্যাম্বুলেন্সের চাবি তুলে দেন বিধায়ক। আজকের প্রায় প্রতিটি সভায় বক্তব্যড় পেশ করতে গিয়ে বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের জয়গান করেন বিধায়ক। তাঁর কথায় কংগ্রেস আর বিজেপি-র মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। বিগত দিনে কংগ্রেসিরা মানুষকে শুধু ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করত। আর আজকের দিনে জনগণের হয়ে কাজ করছে বিজেপি সরকার।

পাথারকান্দিতে এ যাত্রায় নতুন করে তিনটি অ্যাম্বুলেন্স বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন এলাকার জনসাধারণ। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উন্নয়নে খেয়াল রাখছে বিজেপি। এই সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাওতাবাজির রাজনীতি করে না। জনগণ পাশে থাকলে এলাকার উন্নয়নে কোনও খামতি হবে না। সভাগুলোতে অন্যা ন্য দের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন হৃষিকেশ নন্দি, শান্তিলাল সিনহা, অনিল তেওয়ারি প্রমুখ।

কয়লাপাচার কাণ্ডের অভিষেকের বাড়িতে সিবিআই, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল নোটিশ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কয়লাপাচার কাণ্ডের তদন্তে এবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিবিআই। অভিষেকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ দিল সিবিআই। জানা গেছে রবিবার বেলা ২টো নাগাদ সিবিআইয়ের ৫ জনের প্রতিনিধিদল অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয়। সেখানে অভিষেকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ দেন তাঁরা। তবে সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না অভিষেক বা তাঁর স্ত্রী। সূত্রের দাবি, কয়লা কাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন হয়ে থাকতে পারে বলে তাঁরা তদন্তে জানতে পেরেছেন। সেই সূত্রেই তাঁরা রুজিরাকে জেরা করতে চান।

কয়লাপাচার কাণ্ডে আগেই অভিষেক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্রকে ফেরার ঘোষণা করেছে আদালত। এবার সিবিআইয়ের নজর পড়ল অভিষেকের ওপর। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতায় অভিষেকের বাসভবন শান্তিনিকেতন রেসিডেন্সিতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিশ দেন সিবিআই আধিকারিকরা। মিনিট ১০ তাঁরা অভিষেকের বাড়িতে ছিলেন। সিবিআইয়ের তরফে জানা গিয়েছে, সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না রুজিরা। ফলে কখন তিনি বাড়িতে থাকবেন তা সিবিআই আধিকারিকদের জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেদিনই অভিষেকের বাসভবনে গিয়ে রুজিরাকে জেরা করবেন আধিকারিকরা।

তবে সিবিআই সূত্রে বলা হয়েছে, রুজিরাকে ফৌজদারি আইনের ১৬০ ধারায় সাক্ষী হিসাবে জেরা করতে চান তাঁরা। রুজিরাকে নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে হবে না। সেখানে তাঁকে তলব করা হয়নি। তাঁর বাড়িতে বা তাঁর পছন্দমতো জায়গায় সিবিআই গোয়েন্দারা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান। নোটিশেরর সঙ্গে সিবিআইয়ের এক গোয়েন্দার নম্বরও দেওয়া হয়েছে। যাতে সেই নম্বরে ফোন করে রুজিরা জানাতে পারেন, কখন তিনি গোয়েন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন।

বেআইনি কয়লা পাচার নিয়ে গত দু'মাসের বেশি সময় ধরে তদন্তে তৎপর সিবিআই। ওই কাণ্ডে ইসিএলের কর্তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। সেই সঙ্গে এফআইআর করা হয়েছে লালার বিরুদ্ধে। সিবিআই এফআইআরেও জানিয়েছে, বেআইনি কয়লা কাণ্ডের অন্যতম পাণ্ডা ছিল লালা। সিবিআইয়ের নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই লালা ফেরার। তার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে।

লালার পাশাপাশি বেআইনি কয়লা পাচার কাণ্ডে যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিনয় মিশ্রকেও খুঁজছে সিবিআই। অভিষেক ঘনিষ্ঠ বিনয় মিশ্রের বাসভবন-সহ একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। তবে তাঁরও হদিশ পাননি গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত ছাড়াও আরও ২টি দেশের পাসপোর্ট রয়েছে বিনয়ের কাছে। কয়লাপাচারে প্রভাবশালী যোগ খুঁজতে তাই এবার সরাসরি অভিষেকের ঘরে ঢুকল সিবিআই। এমনিতেই কালীঘাটে অভিষেকের বাড়ির সামনে পুলিশি নিরাপত্তা ও মোতায়েন উল্লেখযোগ্য ভাবেই থাকে। এদিন সিবিআই গোয়েন্দারা যখন নোটিশ দিতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের বলা হয় যে বাড়িতে কেউ নেই। তবে সিবিআই গোয়েন্দারা বাড়িতে নোটিশ দিয়ে এসেছেন বলেই জানা গিয়েছে।

ডোমজুড়ে রাজীবকে গো ব্যাক স্লোগান তৃণমূলের, পাত্তা দিলেন বিজেপি নেতা

হাওড়া, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাওড়ায় ফের বিজেপির মিছিলে বাধা তৃণমূলের। রবিবার ডোমজুড়ে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপির বাইক মিছিল শুরুর আগে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে গো ব্যাক, খেলা হবে স্লোগান তৃণমূল কর্মীদের। তবে পাত্তা দিলেন রাজীব।

জানা গিয়েছে, এদিন বিজেপি নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় বাইক মিছিল হওয়ার কথা ছিল। মিছিল শুরু হওয়ার আগে নারনায় তৃণমূলকর্মীরা জড়ো হন। তারস্বরে সাউন্ড বক্সে 'খেলা হবে' গান বাজানোর পাশাপাশি রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেন তৃণমূলকর্মীরা। 'চোর রাজীবকে ডোমজুড় মানছে না, মানবে না' এমনও স্লোগান তোলেন তাঁরা। বিজেপির বাইক মিছিলে তৃণমূল বাধা দিলে শুরু হয় গন্ডগোলের সূত্রপাত। বিজেপি---র অভিযোগ, এদিন বাইক মিছিল শুরুর আগে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাধা দেন তৃণমূলকর্মীরা। সাউন্ড বক্স বাজিয়ে 'গো ব্যাক', 'খেলা হবে' স্লোগান দেন তাঁরা। পাল্টা 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি তোলেন বিজেপি কর্মীরা।

বাংলা ভাষা আমাদের গৌরবময় অর্জন : শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২১।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভাষা মানুষের পরিচয়। এ পরিচয় মানুষকে সম্মানিত করে। আমরা রক্ত দিয়ে সেই সম্মান অর্জন করেছি। এটা আমাদের গৌরবময় অর্জন।

রোববার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান ও 'মাতৃভাষা পদক ২০২১' প্রদান অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। মাতৃভাষা দিবস উপলে চার দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। এ দিন প্রথমবারের মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক' প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, ভাষা আন্দোলন শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্ররা। তখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারই উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিশসহ কয়েকটি সংগঠন ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলে। তিনি এ আন্দোলন করতে গিয়েই কারাবরণ করেন। অথচ ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি পদপে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল, এটা অনেকে বিশ্বাসই করতে চান না। অথচ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু।

তিনি বলেন, একটা ভাষা মানুষের পরিচয়। এই পরিচয়টা আমাদের সম্মান এনে দেয়। এজন্য আমাদের রক্ত দিতে হয়েছে। রক্ত দিয়ে লিখেছি ভাষার অর। জাতির পিতা বলেছিলেন, 'মাতৃভাষা আন্দোলনে বাঙালিরাই প্রথম রক্ত দিল। দুনিয়ার কোথাও ভাষা আন্দোলনে গুলি করে মানুষ হত্যার নজির নেই।' সত্যিকারার্থেই ভাষার অধিকারের জন্য কেউ এত রক্ত দেয়নি। এই ভাষার জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। সেই সংগ্রামের হাত ধরেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের এই গৌরব সংরণে উদ্যোগ নিয়েছি। ভাষার অধিকার, পৃথিবীর সব হারিয়ে যাওয়া ভাষা সংরণ ও ভাষা গবেষণার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট করে দিয়েছি। এখানে ভাষা জাদুঘর করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের জন্য একটা সম্মানজনক প্রতিষ্ঠান।

তিনি বলেন, ভাষার সংরণ, বিকাশ ও গবেষণায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদানের জন্য পদক দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। আজ থেকে এ পদক চালু হয়েছে। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং ভাষার মাসে গুণীজন ও ভাষার প্রতি সম্মান জানাতে পারলাম, এটা আমাদের সৌভাগ্য।

এ সময় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী মতায় থেকে পালন করতে পারার সুযোগ প্রদানের জন্য জনগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তিন ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক দেয়া হয়েছে। প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর পে এ পদক তুলে দেন শিামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, এখন থেকে প্রতি দু'বছর অন্তর মাতৃভাষার সংরণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদানের জন্য এ পদক দেয়া হবে।

জাতীয় পর্যায়ে মাতৃভাষার সংরণ, পুনরুজ্জীবন ও বিকাশে অবদানের জন্য এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক-২০২১ পেয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরণে অবদানের জন্য খাগড়াছড়ির জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা পান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক।

এছাড়া আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উজবেকিস্তানের গবেষক ইসমাইলভ গুলম মিরজায়েভিচ ও লাতিন আমেরিকার আদি ভাষাগুলো নিয়ে কাজ করা বলিভিয়ার অনলাইন উদ্যোগ অ্যাক্টিভিজমো লেংকুয়াস এ বছর বাংলাদেশ সরকারের এ সম্মাননা পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শিা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিা বিভাগের (মাউশি) সচিব মাহবুব হোসেন। মূল প্রবন্ধ 'ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু' উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি হাবিবুল্লাহ সিরাজী। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি বিয়াট্রিস কালদুন।

শিামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে এতে আরও উপস্থিত ছিলেন, শিা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জিনাত ইমতিয়াজ আলী প্রমুখ।

গত ভোটের পুনরাবৃত্তি হবে না : জয়প্রকাশ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি স) : নজরে একুশের নির্বাচন। তারই আগে রাজ্য জুড়ে জোরদার শুরু হয়ে গিয়েছে নির্বাচনের প্রস্তুতি। এরই মাঝে বিজেপি তৃণমূল তরজা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। রবিবার "গত ভোটের পুনরাবৃত্তি হবে না" সাফ জানলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। এই প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ মজুমদার আরও বলেন, "তৃণমূলের শীর্ষস্তর থেকে নির্দেশের প্রতিফলন ঘটছে তাদের নিচের সারির নেতাদের কথায়। ভেতরে ভেতরে তৃণমূল নির্দেশ দিচ্ছে, যাতে মানুষ ভোট দিতে না পারে। তৃণমূল যাতে ভোট লুঠ করতে পারে। ভোট লুঠ ছক এভাবেই তৈরি করছে তৃণমূল"।

এরপরেই সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "দুই শাসক দল মিলিয়ে খেলা হবে খেলা হবে করে সবকিছু গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিজেপি ও তৃণমূল উভয় দলকেই মনে রাখতে হবে যে, রাজনীতি দায়বদ্ধতার বিষয়। এভাবে পরিবেশটাকে গুলিয়ে দেওযার চেষ্টা করা একেবারেই ঠিক নয়"।

মাতৃভাষা দিবস পালন করলেন বিশ্বভারতীতে পাঠরত বাংলাদেশের পড়ুয়ারা

বোলপুর, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সেজে উঠেছে শান্তিনিকেতনে । ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করে প্রতি বছরের মতো এবারও মাতৃভাষা দিবস পালন করলেন বিশ্বভারতীতে পাঠরত বাংলাদেশের পড়ুয়ারা। রবিবার সকালে শান্তিনিকেতনের পথে শুনতে পাওয়া গেল, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি। তাঁদের সঙ্গেই পা মেলালেন বিশ্বভারতীর অন্য পড়ুয়ারাও। ২১ ফেব্রুয়ারির সকালে গান গাইতে গাইতে এসে শহিদবেদিতে ফুল ও মালা দেন তাঁরা।

বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের এক বাংলাদেশি ছাত্রী বলেন, ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের শহিদ দিবস তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এক বিরাট প্রাপ্তি। শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের অনেক দেশের পড়ুয়ারা সম্মিলিতভাবে এই দিনটি উদযাপন করলেন। এদিন বাংলাদেশ ভবনে শহিদবেদির সামনে আলপনা দিলেন একদল বাংলাদেশি পড়ুয়া। তাঁদের সঙ্গে একই উদ্যম নিয়ে কাজ করলেন এ দেশের পড়ুয়ারাও। এবার করোনা মহামারীর আবহে ঢাকাতেও ম্লান হয়েছে অমর একুশের উদযাপন। সীমিত পরিসরে প্রভাতফেরি করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সংক্রমণ রুখতে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কার্যক্রম কাটছাঁট করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শেষ পর্যন্ত যেন তদন্ত হয় : অভিষেক প্রসঙ্গে মন্তব্য সুজনের

কলকাতা,২১ ফেব্রুয়ারি (হি স): রাজ্য জুড়ে বেজে গিয়েছে নির্বাচনের দামামা। নির্বাচনের আগেই রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যায় সিবিআই । আর তারপরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন বাম পরিষদীয় দল নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, "তদন্ত ও বিচার সঠিকভাবে হওয়া উচিত" । তবে এতো দিন না করে ভোটের মুখে তদন্তের তোড়জোড় করছে "।

অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর বলেন, "যাদের তলব করা হচ্ছে তাদের উচিত সিবিআইয়ের সাথে সহযোগিতা করা। তদন্ত যেন নিরপেক্ষ হয়। বাংলাকে যারা লুট করছে তাদের শাস্তি হওয়া দরকার"।

উল্লেখ্য,কয়লাকাণ্ডের জেরে আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে হানা দিয়েছে সিবিআই। তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যালিকাকে নোটিস দিতেই সিবিআই পৌঁছয় অভিষেকের বাড়ি। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল / কাকলি

পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর থেকে কর বাবদ ১ টাকা করে কম নেবে রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : দাম বেড়েছে পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসেরও। তার জেরে দাম বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের। এই অবস্থায় বাংলার মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দিতে রবিবার রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে এদিন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর থেকে রাজ্য সরকার কর বাবদ ১ টাকা করে কম নেবে। মানে এদিন রাত ১২টার পর থেকে রাজ্যে ১টাকা করে হলেও কমতে চলেছে দর।

অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের উপর বোঝা লাঘব করতে এদিন রাত থেকেই পেট্রল এবং ডিজেলের উপর থেকে রাজ্যের চাপানো সেস ১ টাকা করে কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রবিবার মধ্যরাত থেকেই রাজ্যের বসানো সেস কমছে পেট্রোপণ্যে। যার অর্থ, এদিন মাঝরাত থেকেই রাজ্যে ১ টাকা করে কমে যাবে পেট্রল এবং ডিজেলের দাম। প্রসঙ্গত, শনিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ দেশবাসীকে কিছুটা স্বস্তির বার্তা দিয়ে তিনি স্বীকার করেছেন পেট্রপণ্যের উত্তরোত্তর মূল্যলবৃদ্ধি উদ্বেগজনক। দাম কমাতে কেন্দ্র রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা চায় বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

কয়লা পাচার কাণ্ডে জড়িয়ে থাকলে সিবিআই নোটিশ পাঠাতেই পারে : অধীর

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : "যদি কেউ বেআইনি কয়লা পাচার কাণ্ডে জড়িয়ে থাকে তা হলে সিবিআই নোটিশ পাঠাতেই পারে"। কয়লা পাচার কাণ্ডের তদন্তে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই-এর নোটিশ নিয়ে এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

অধীরবাবুর কথায়, "আমরা দেখব যেন নিরপেক্ষ তদন্ত হয়। কিন্তু এটাও তো দেখব যে কোনও অপরাধী যেন নিষ্কৃতিও না পায়। আমি এর মধ্যে অবাক হওয়ার মতো দেখছি না। কারণ, বাংলায় এটা সবাই জানে কয়লা পাচার, গরু পাচার, বালি পাচারের সঙ্গে সরকারি দল তৃণমূলের বিশাল একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তৃণমূলের নেতা নেত্রী সহ এরকম বহু লোক জড়িত, প্রশাসনের বড় বড় কর্তা ব্যক্তি জড়িত। ফলে সিবিআই এরকম নোটিশ পাঠাতেই পারে।"

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, অভিষেকের বাড়িতে সিবিআই নোটিশে মন্তব্য পার্থর

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি স): রবিবার ভাষা দিবস উদযাপনে শহর মেতেছিল। কিন্তু নির্বাচনের আগেই এদিন কয়লাকাণ্ডে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে নোটিশ সিবিআইয়ের। অভিষেকের বাড়িতে সিবিআই নোটিশ নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়েতৃণমূল মহাসচিব তথা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপায় বিষয়টিকে "রাজনৈতিক প্রতিহিংসা " বলে উল্লেখ্য করেন।

এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপায় আরও বলেন, " ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য এমন পদক্ষেপ করেছে বিজেপি। যত ভোট এগিয়ে আসছে তত এগুলি হবে। কিন্তু সবটারই আমরা মোকাবিলা করব "।

উল্লেখ্য,কয়লাকাণ্ডের জেরে আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যায় সিবিআই। তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যালিকাকে নোটিস দিতেই সিবিআই পৌঁছয় অভিষেকের বাড়ি।

হরেকরকম

সারা বিশ্বের প্রথম বায়োনিক কিডনি

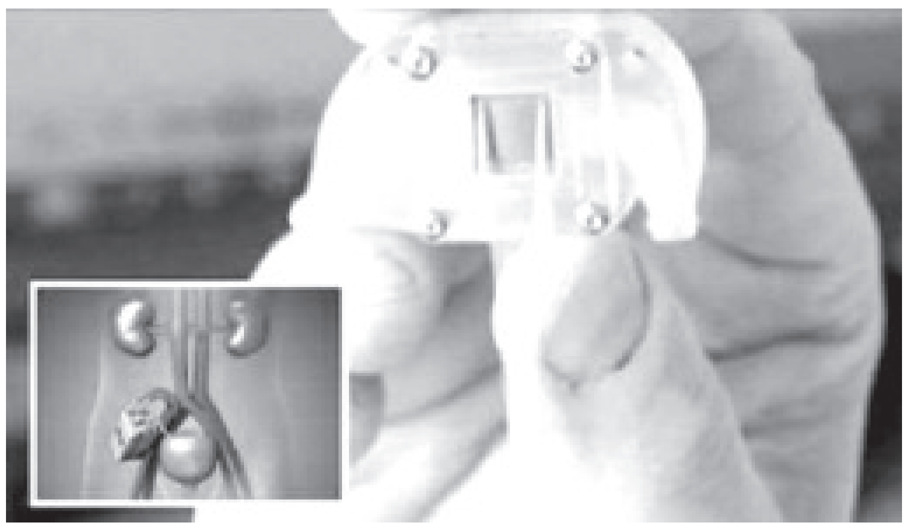

১৯৪৭ সালের সাড়া জাগানো অ্যাকশনধর্মী সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র রোবোকপের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। না থাকলেও সমস্যা নেই, অ্যালেক্স প্রোয়াস পরিচালিত ২০১৪ সালে নির্মিত আই রোবট দেখলেও চলবে। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনভিত্তিক অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্রটি দেখে থাকলে বায়োনিক ম্যান সম্পর্কে ধারণা থাকার কথা। চলচ্চিত্র দুটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে অঙ্গহানির সীমাবদ্ধতা জয় করেন। এর মধ্যে রোবোকপ তার প্রায় সারা শরীর এবং উইল স্মিথ তার ক্ষতিগ্রস্ত বাম হাত এবং ফুসফবুস বায়োনিক অঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপন করান। তখন পর্যন্ত এগুলো শুধুমাত্র কল্প বিজ্ঞানেই সম্ভভ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সানফ্রান্সিসকোর ক্যালির্ফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী সেই কল্পকাহিনীকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তারা আবিষ্কার করেছেন বয়োনিক কিডনি। যে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত কিডনির সঙ্গে প্রতিস্থাপন করা যাবে। অন্যান্য অপারেশনের মতো করেই এই বায়োপিক কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব। এর কার্যকারিতাও সাধারণ কিডনির মতোই। রক্ত চলাচলও হবে ওই কিডনির মধ্য দিয়েই। ইতিমধ্যেই এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পরীক্ষায় সফল হয়েছেন গবেষকরা। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির ওই গবেষণা দলের সদস্য শুভ রায় এবং ভান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল সেন্টারের সহযোগী অধ্যাপক উইলিয়াম এইচ ফিসেলের প্রত্যাশা এই বায়োনিক কিডনি কয়েক মিলিয়ন রোগীর জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবে। অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকার পরও অনেকের পক্ষে কিডনি জোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে সেই রোগীকে বাঁচিয়ে রাখা চিকিৎসকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বায়োনিক কিডনি তাদের বাঁচিয়ে রাখবে। সেই সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে ঘটবে চলচ্চিত্রের রোবোকপ আর উইল স্মিথের মতো বায়োনিক অঙ্গ জোড়া লাগানোর ঘটনাও।

কিভাকে কাঁচালঙ্কায় মেদ ঝরবে

কাঁচালঙ্কা আবার মেদ ঝরবে কিভাবে। কাঁচালঙ্কা সাধারণত কাঁচা বা রান্নায় দিয়ে খাওয়া হয়। এতে আছে ভিটামিন এ, সি, বি-৬, আয়রন , পটাশিয়াম এবং খুবই সামান্য পরিমাণে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট। ঝাল স্বাদের সব্জিগুলোতে থাকে বিটা ক্যারোটিন ও আলফা ক্যারোটিন, বিটা ক্রিপ্টোক্সানথিন ও লুটেইন জিয়াক্সনথিন ইত্যাদি উপাদান। এই উপাদানগুলো মুখে লালা আনে ফলে খেতে মাজা লাগে। এছাড়াও এগুলো ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। জেনে নিন কাঁচা লঙ কার কিছু স্বাস্থ্যকথা।

১। চর্বি জাতীয় খাবারের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা মোটা হওয়ার কোনো ভয় থাকে না। কারণ কাঁচা লঙ্কা খাদ্যের সঙ্গে থাকা চর্বিকে ধ্বংস করে। ফলে স্লিম থাকা যায়।

২. প্রতিদিন একটি করে কাঁচা লঙ্কা খেলে রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি কমে যায়। গরম কালে কাঁচা লঙ্কা খেলে ঘামের মাধ্যমে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।

৩. নিয়মিত কাঁচা লঙ্কা খেলে হৃদপিণ্ডের বিভিন্ন সমস্যা কমে যায়।

৪. কাঁচা লঙ্কা মেটাবলিসম বাড়িয়ে ক্যালোরি পোড়াতে সহায়তা করে।

৫. কাঁচা লঙ্কাতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বিটা ক্যারোটিন আছে যা কার্ডোভাস্কুলার সিস্টেমকে কর্মক্ষম রাখে।

৬. নিয়মিত কাঁচা লঙ্কা খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে।

৭. কাঁচা লঙ্কা রক্তের কোলেস্টেরল কমায়।

৮. কাঁচা লঙ্কাতে আছে ভিটামিন এ যা হাড়, দাঁত ও মিউকাস মেমব্রেনকে ভালো রাখতে সহায়তা করে।

৯. কাঁচা লঙ্কা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে যা মাড়ি ও চুলের সুরক্ষা করে।

১০. নিয়মিত কাঁচা লঙ্কা খেলে নার্ভের বিভিন্ন সমস্যা কমে।

বাঙালির রসনাতৃপ্তিতে মিল্ক ফিশ চাষে গুরুত্ব

মাছ চাষে চাষিদের লাভের মুখ দেখাতে উদ্যোগী পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। ভেনামী চিংড়ির বিকল্প হিসেবে হারিয়ে যাওয়া মিল্ক ফিশ চাষে জোর দেওয়া হচ্ছে। সুদূর অন্ধ্র থেকে আকাশপথে উড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে মিল্ক ফিশের চারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়েই নদী কিংবা সমুদ্র উপকূল। কাজেই প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কাঁথি, দিঘা, খেঁজুরি, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুরসহ বিভিন্ন এলাকাজুড়ে নোনাজলের মাছ চাষ শুরু হয়েছে। উপকূলবর্তী ব্রেকিস ওয়াটারে মাছ চাষের ক্ষেত্রে লাভজনক হিসেবে চিংড়ি কিংবা ভেনামী চিংড়ি চাষকেই বেছে নেন জেলার মৎস্যচাষিরা। কিন্তু বর্তমানে নানা কারণে এই চাষে অনেকটাই ভাঁটার টান। অভিযোগ, ভেনামী চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে উৎপাদন খরচ অনেক বেশি। তাছাড়া দিন দিন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসায় এই চিংড়ির চাষ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এতেই উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসন নতুন করে বিকল্প চাষের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দেয়। সেই মতো এবার অন্ধ্রের আদলে রুই, কাতলার পাশাপাশি মিল্ক ফিশ চাষের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, চিংড়ির থেকে অনেকটাই সহজলভ্য এই মিল্ক ফিশ চাষ। আর উৎপাদন খরচ অনেক কম ও চাহিদা বেশি হওয়ায় বাজারও যথেষ্টই ভাল। ফলে চাষিরা নিজস্ব পুঁজিতেই এই চাষ করতে পারেন। তাছাড়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকায় এই চাষে ঝুঁকিও যথেষ্ট কম। এক একর এলাকায় মিল্ক ফিশের চাষ করলে মাত্র মাস পাঁচেকের মধ্যেই ২ থেকে ৩ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব। যার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। তাই ইতিমধ্যেই এই মাছের চাষে উৎসাহ দিতে প্রশাসনের উদ্যোগেই পরীক্ষামূলকভাবে হেঁড়িয়ার ইড়িঞ্চি ফার্মে ১ একর এলাকাজুড়ে এই মিল্ক ফিশের চাষ শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন একটাই, কী এই মিল্ক ফিশ? মূলত এই মাছের গায়ের রং সাদা। বিজ্ঞানসম্মত নাম চ্যাণস চ্যাণস। ৪০০ থেকে ৫০০ গ্রাম ওজনের এই মাছ স্বাদে অনেকটাই ইলিশের মতো। এক সময় স্থানীয় নদীতেই এদের দেখা পাওয়া যেত। কিন্তু কালের নিয়মে আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে মিল্ক ফিশ। পশ্চিমবঙ্গে আবারও এই মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে বর্তমানে কেরল, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মিল্ক ফিশ চাষে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নোনাজলের পাশাপাশি পুকুরের মিষ্টি জলেও এই মাছের চাষ সম্ভব। সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ (সিএডিসি) তমলুক প্রকল্পের আধিকারিক বলেন, 'জেলায় চিংড়ি বা ভেনামীর চাষ লাভজনক। তবে বর্তমানে এই মাছের চারা কিনতে হিমশিম কৃষকরা। এমনকী চাষের পরেও তা কেনার লোক বিশেষ পাওয়া যায় না। তাই ক্রেতার অভাবে ব্যবসায় মন্দা মৎস্যজীবীদের। এই পরিস্থিতিতে জেলাজুড়ে সুস্বাদু মিল্ক ফিশ চাষের বাড়বাড়ন্ত।

শ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন যেভাবে

মাইন্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভারত হালকা,ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে । পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিচ্ছেদ্য শারীরিক ক্রিয়া হিসেবে ব্রিথিং বা শ্বাসক্রিয়ার ওপর ফোকাস করছে। অন্যদিকে পূর্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একে শরীর ও আত্মার পুষ্টি হিসেবে অভিহিত করছে। চিনারা বিশ্বাস করে যে মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভার হালকা, ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন— মনোযোগের উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচকতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আলেক্স ট্যান ব্রেথওয়ার্কের জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। মাংসপেশি শিথিল করুণ ঃ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ান বা বসুন, গলাকে দীর্ঘায়িত করুন এবং মাথা তালুকে আকাশ বরাবর রাখুন। মার্স বা মাংসপেশিকে পুরোপুরি শিথিল করুন, প্রয়োজনে প্রতিটি মাসল গ্রহণের ওপর মনোনিবেশ করুন, কারণ মাংসপেশি কঠিন টান হারাচ্ছে এবং শিথিল হচ্ছে। শ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন ঃ আপনার শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যেকোনো প্যাটার্ন বা শ্বাসের ধরন লক্ষ্য করুন। আপনার শ্বাসগ্রহণ কিধীরেবা দ্রুতহয়? শ্বাসগ্রহণ কি সহজে করতে পারেন? অথবা শ্বাসগ্রহণ কি দূরহ লাগছে? শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের নিম্নতর চক্র সম্পর্কে ধারণা রাখুন।শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগ দিন ঃ প্রতিটি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগী হোন। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসকে পুরোপুরি বায়ুপূর্ণ করুন। ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুভর্তি করতে পেটকে প্রসারিত করুন। শ্বাসত্যাগের সময় যতটা সম্ভব ধীরে সব বায়ু বের করে দেয়ার চেষ্টা করুন। প্রধানত শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করুন, যা সার্বিকভাবে আপনাকে ধীর ও অধিক নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে। নাকের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক করুন ঃ শুধু নাকের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করুন। মুখের রুফ বা হার্ড প্যালেটে জিহ্বা ঠেসিয়ে আপনার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আপনার দাঁত শিথিল ও মুক্ত থাকা উচিত। মনকে শ্বাসের ওপর স্থির রাখুন ঃ ব্রেথওয়ার্কের লক্ষ্য হল প্রতিটি শ্বাস ও শ্বাসচক্রের ওপর মনোযোগ দেওয়া। আপনি যদি আপনার টু-ডু লিস্ট বা করণীয় কার্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন অথবা যদি মনকে এখানে সেখানে বিচরণ করতে দেন, তাহলে শ্বাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসে অক্সিজেনের আগমন ও ধীরে শ্বাসত্যাগ তা নির্গমনের সময় মনোযোগী হোক। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোনিবেশ করুন অথবা পেটের ওপর আপনার মনোযোগ স্থির করুন। কারণ একটি প্রতিটা শ্বাসের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়।টাইমিং বিবেচনা করুন ঃ যে কোনো সময় ব্রেথওয়ার্ক চর্চা করা যায়। কিন্তু দিনকে অধিক ফলপ্রসু করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে খুব সকালে ব্রেথওয়ার্ক করতে আলেক্স ট্যান পরামর্শ দেন। ব্রেথওয়ার্ক শুরু করতে খাবার খাওয়ার পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন এবং একটি সেশন শেষ করার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঠাণ্ডা তরল পান করবেন না।

নতুন চুল গজাবে যে পাতা

নিম একটি ঔষধিগুণ পাতা। প্রাচীনকালে থেকে বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে এই পাতা ব্যবহার হয়ে আসছে। নিমের রয়েছে ঔষধিগুণ। আসুন জেনে নিই নিমের ঔষধিগুণ ঃ-

১. নিম তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই এবং ফ্যাসি অ্যাসিড রয়েছে, যা আমাদের ত্বক ও চুল ভালো রাখে।

২. ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের আক্রমণের হাত থেকে ত্বককে সুরক্ষিত করতে নিমপাতা খুবই কার্যকরী।

৩. ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে নিয়মিত নিমপাতার সঙ্গে কাচাহলুদ ব্যবহার করতে পারেন। তবে হলুদ ব্যবহার করার পর কয়েক ঘণ্টা রোদে যাবেন না।

৪. দাঁত ভালো রাখতে নিমের ডাল খুবই উপকারী। মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে আর দাঁতের ফাঁকে জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ রোধ করতে নিম বেশ ভালো কাজ করে।

৫. কেটে বা পুড়ে গেলে ক্ষত স্থানে নিমপাতার রস ভেষজ ওষুধের মতো কাজ করে।

৬. নিমপাতা রোদে শুকিয়ে ভালো করে গুড়ো করে শুকিয়ে ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

৭. মাথার ত্বকের চুলকানির সমস্যায় নিমপাতার রস ব্যবহার করতে পারেন। নিমপাতার রস মাথায় নিয়মিত লাগাতে পারলে এই চুলকানির সমস্যা কমে যাবে।

৮. নিমপাতার রসে চুলের গোড়া শক্ত হয়। এছাড়া চুলের শুষ্কতা বা রুক্ষ্ম ভাব কমে যায় এবং নতুন চুল গজাতে শুরু করে।

৯. শুধু চুলের নয় ত্বকের যেকোনো চুলকানির সমস্যায় নিয়মিত ব্যবহার করলে উপকার পাবেন।

১০. ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে নিমপাতার রস ব্যবহার করতে পারেন।

১১. নিয়মিত সামান্য পরিমাণে নিমপাতা খেতে পারলে কোষ্ঠকাঠিন্যসহ নানা লিভারের সমস্যা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে।

১২. নিমপাতা রক্ত পরিশুদ্ধ করতে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত, ক্ষতিকর উপাদান বের করে। শরীর সুস্থ সতেজ ও রোগমুক্ত রাখতে নিমপাতার রস খুবই।

ধানের বিভিন্ন রোগ পোকা ও প্রতিকার

সুগন্ধী ধানের প্রধান কীটশত্রু হল মাজরা পোকা, পাতামোড়া পোকা, ভেঁপু পোকা ও বাদামী শোষক পোকা। সুগন্ধী ধান চাষে ছত্রাক জাতীয় রোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে বীজশোধন জরুরি, কারণ রাসায়নিক বিষ বেশি ব্যবহার করলে সুগন্ধী ধানের গন্ধ ও গুমমান খারাপ হয়ে যায়। তাছাড়া সুস্থ-সবল গাছে পোকার আক্রমণ কম হয় তাই কৃষি বিষের ব্যবহার কমাতে মাটি পরীক্ষা ও সুষম সার প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লাভজনক পদক্ষেপ কৃষকবন্ধুদের জন্য। সুন্ধী ধানের কিছু রোগ ও পোকার বর্ণনা ও প্রতিকার ব্যবস্থা দেওয়া হল কৃষক বন্ধুদের সুবিধার্থে—

১) মাজরা পোকা —

মাজরা পোকা সাধারণত পাশকাঠি পড়ার ও থোর ওঠার মুখে আক্রমণ করে। তবে পরে আক্রমণ হলে ক্ষতি বেশি হয়। মথ বা ডিম জমিতে দেখা গেলে জৈব বা যান্ত্রিক উপায়ে যেমন ফেরোমোন বা আলোক ফাঁদ ও ডিমের গাদা নষ্ট করে দমন করা ভালো, কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে রাসায়নিক বিষ বেশি ব্যবহার করলে সুগন্ধী ধানের গন্ধ ও গুণমান খারাপ হয়ে যায়। তবে রাসায়নিক উপায়ে মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ক্লোরানটিনিপোল ১.৫ মিলি প্রতি ৫ লিটার জলে গুলে বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড ১ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। অথবা ফিপ্রোনিল বা ট্রায়াজোফস ১ মিলি/লি. জলে আঠা সহযোগে স্প্রে করতে হবে।

২) ভেঁপু পোকা—

বীজ দেরিতে বুনলে বীজতলায় ও মূল জমিতে ভেঁপু পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকার আক্রমণে ধান গাছের পাতা পেঁয়াজকলির মতো হয়ে যায়। ধান রোয়ার ২০ দিনের মধ্যে যদি শতকরা পাঁচটি পেঁয়াজকলির মতো পাতা দেখা যায় তাহলে দানা ওষুধ যেমন ফোরেট ১০ জি ৪ কেজি বা কার্বোফুরান ৩ জি ১২ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

৩) বাদামি শোষক পোকা —

বাদামি শোষক পোকা নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ দশায় ক্ষতি করে। মূলত গাছের গোড়ায় এই পোকাগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এদের আক্রমণে ধান গাছের রং হালকা সবুজ ও পরে শুকিয়ে খরের মতো হয়ে যায়। ভাদ্রের মাঝামাঝি আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বলে এই সময় বার বার জমি পরিদর্শন করতে হবে। রোয়ার সময় দূরত্ব বেশি রাখলে বিভিন্ন পরজীবী বন্ধু পোকা যেমন-মাকড়শা, মিরিড বাগ, ওয়াটার বাগ এদের খেয়ে ফেলে বাদামি শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

১৫টি গুছির পর পর তিনটি গুছিতে ১০টির বেশি বাদামি শোষক পোকা থাকলে রাসায়নিক কৃষিবিষ যেমন অ্যাসিফেট ০.৭৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে প্রয়োগ করতে হবে।

৪) ধানের শীষকাটা লেদা পোকা (মাইথিনা সেপারেটা) —

এই লেদা পোকা ১-১.৫ ইঞ্চি আকারে কালচে রঙের হয়। ধান পাকার পর রাতে শীষের নিচ থেকে কেটে মাটিতে এদের বাসস্থান নিয়ে যায়। বিকালের দিকে ওষুধ প্রয়োগ কার্যকরী। অ্যাসিফেট ও ফেনভেলারেট ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে। আর মাঠে স্থানে স্থানে মাটির খুড়িতে গুড়ের দ্রবনে গন্ধহীন কীটনাশক দিয়ে বিষটোপ দিলে আরও কার্যকরী ফল পাওয়া যায়।

৫) ধানের বাদামী দাগ রোগ বা বাদামী চিটে (কোচিলোবোলাস মিরাবিয়ানাস) —

এই রোগ ধানের চারায়, পাতায় আবার পরিণত দানাতেও হয়। ছত্রাক জনিত এই রোগে বাদামি ছোট তিলের আকৃতির দাগ পড়ে। বড় দাগগুলির মধ্যভাগ একটু ছাই বা কমলা রঙেরও হয়। চারাতে আক্রমণে চারা নষ্ট হয় ও পরবর্তীতে ধান চিটে হয়। রোগাক্রান্ত ধানের ভাত তেতো হয়। ট্রাইসাইক্লাজোল বা আইসোপ্রোথিওলেন ১ মিলি প্রতি লিটার জলে আঠা দিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৬) ঝলসা রোগ —

ঝলসা রোগ পাতা, কান্ডে, শীষে ও দানায় দেখা যায়। এটি ছত্রাকগঠিত রোগ। এর জীবাণু বীজ ও বায়ু বাহিত। বাদামি রঙের দাগ প্রথমে পাতায় দেখা যায়, পরে দাগ মাকু আকৃতির হয় ও দাগের মাঝখানটা ছাই রং ও কিনারায় বাদামি বা লাল রং হয়। পরে পাতা শুকিয়ে যায়। শীষে ঝলসা হলে শীষের গোড়ায় কালো দাগ দেখা যায়। বীজতলায় ঝলসা রোগের জৈব উপায়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ও সিউডোমোনাস দ্রবণ স্প্রে করা দরকার। ট্রাইকোডারমা ভিরিডি ও সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স ব্যবহার করলে গাছের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি হবে, ফুল তাড়াতাড়ি আসবে ও ছত্রাক ঘটিত রোগ কম হবে। রাসায়নিক উপায়ে দমনের জন্য কাসুগামাইসিন ২ মিলি/লিটার বা জিনের ও হেক্সাকোনাজোল ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে আঠা সহযোগে স্প্রে করুন। ঝলসা, বাদামী চিটে ও খোলাপচা রোগে ট্রাইসাইক্লাজোল ১/২ গ্রাম/লি. জলে আঠা সহযোগে স্প্রে করতে হবে।

ত্বকের কালো ছোপ দূর করতে করণীয়

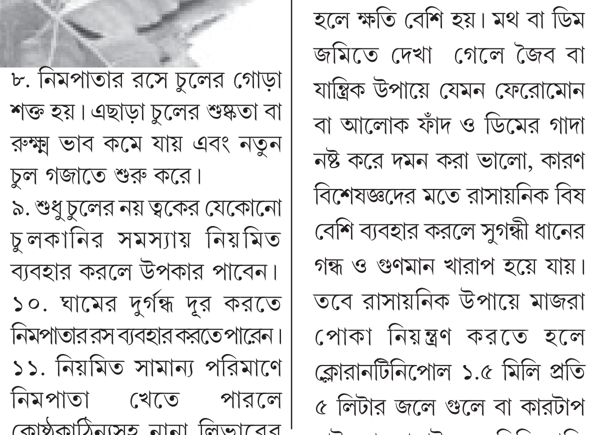

ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে মেছতার মতো ছোপ ছোপ দাগ পড়ে। এর ফলে ত্বক কালচে ও মলিন হয়ে যায়। এই দাগ দূর করতে নারকেলের জল ও গুঁড়ো দুধ বেশ কার্যকর। এই দুইটি উপাদান টানা কয়েকদিন ব্যবহার করলে ত্বক হবে দাগমুক্ত ও মসৃণ।এই দুটি উপাদান কীভাবে ত্বকের ব্যবহার করবেন, সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বোল্ডস্কাই ওয়েবসাইটের লাইফস্টাইল বিভাগে। এক নজরে চোখ বুলিয়ে নিন। যা যা লাগবেগুঁড়ো দুধ দুই চা চামচ ও নারকেলের জদ দুই টেবিল চামচ। গুঁড়ো দুধে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে। অন্যদিকে নারকেলের জলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও উপকারি পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা ত্বকের দাগ দূর করে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে। * যেভাবে ব্যবহার করবেনপ্রথমে একটি বাটিতে গুঁড়ো দুধ ও নারকেলের জল একসঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই প্যাক মুখে ও ঘাড়ে লাগিয়ে ২০ থেকে ২৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। এবার হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ও ঘাড় ধুয়ে ফেলুন। দেখবেন, ধীরে ধীরে ত্বকের ছোপ ছোপ দাগ দূর হয়ে যাবে।* পরামর্শগ্ন ফ্রিজে রাখা নারকেলের জল ব্যবহার না করাই ভালো।গ্ন ভালো ফল পেতে সপ্তাহে অন্তত ৩ থেকে ৪ বার এই প্যাক ত্বকে লাগান।গ্ন প্যাক ব্যবহারের পর ত্বকে বেশি করে ওয়াটার বেইজড অথবা ক্রিম বেইজড ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন।

ঝাড়গ্রামে হাতির হানায় নিহত এক ব্যক্তি, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

ঝাড়গ্রাম , ২১ ফেব্রুয়ারি (হি স): ঝাড়গ্রামের রাস মণ্ডল গ্রামের হাতির হানায় নিহত এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম নন্দলাল চালক (৫৫)। কয়েকদিন ধরে হাতির তান্ডবে নাজেহাল অবস্থা গ্রামবাসীদের। রোজদিনেই বাড়িঘর ভাঙ্গার পাশাপাশি বিঘার পর বিঘা জমির ফসল ক্ষয়ক্ষতি করছে দলমার দলেরা। যার ফলে গ্রামের মানুষজনেরা তিতবিরক্ত হয়ে রবিবার পথ অবরোধ শুরু করেন বাসিন্দারা। এদিন সকাল থেকে ঝাড়্গাম থেকে ধেড়ুয়া হয়ে মেদিনীপুর যাওয়ার পিচ রাস্তার মাঝে কাওয়ামারি এলাকায় পথ অবরোধ শুরু করেন।

স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ এদিন সকালে আবারও কাওয়ামারি গ্রামে ঢুকে যায় হাতি। গ্রামে ঢুকে খাবারের সন্ধানে একটি বাড়ি ভেঙ্গে রেশনের চাল, আটা বের করে খেয়ে চলে যায়। অভিযোগ ওই একই বাড়িতে গত বুধবার রাতে তান্ডব চালিয়ে দেওয়াল ভেঙ্গে খাবারের সন্ধান করেন। ওই সময় বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা এক নাবালিকার শরীরে পাকা বাড়ির ইট পড়ে অল্প বিস্তর আহত হয়। উল্লেখ্য গত পাঁচ ছয়দিন ধরে লালগড় রেঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে তান্ডব চালাচ্ছে ৬০ থেকে ৬৫ টি হাতি।

বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে গ্রাম লাগুয়া জঙ্গলে হাতি বাচ্চা প্রসব করেছে। যার ফলে হাতি ওই জঙ্গল ছেড়ে যেতে চাইছে না হাতির দল। দলবদ্ধ হাতির দল রোজ রাতে নেমে আসছে জমিতে বিঘার পর বিঘার জমির আখ,আলু সহ অন্যান্য সবজি তছনছ করে চলেছে দলমা দলেরা দামালেরা। হাতি গুলিকে না তাড়াতে পারায় গ্রামবাসীদের মধ্যে বাড়ছে ক্ষোভ। জানা গিয়েছে লালগড় অঞ্চলের বৈতা অঞ্চলের আধাঁজোড়া ভৈরব কুন্ডু সহ পাশাপাশি গ্রাম গুলিতে রোজদিন সন্ধ্যা হলেই তান্ডব চালাচ্ছে হাতির দল। যার জেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ফসলের। এই নিয়ে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা বারে বারে দাবি করছেন বনদফতর যাতে গ্রামে এসে তদন্ত করে ক্ষয়ক্ষতির হিসেব নিকেশ করে এবং হাতি গুলিকে এলাকা ছাড়া করে। এদিকে অবরোধের জেরে দীর্ঘ সময় ধরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অবরোধের জেরে সমস্যায় পড়েন পথ চলতি সাধারন মানুষজনেরা। এবিষয়ে রস মন্ডল এলাকা সুন্দরী মান্ডি বলেন,' গত বুধবার আমার বাড়িতে হাতি তান্ডব চালিয়ে একটি দেওয়াল ভেঙ্গে রেশনের চাল খাওয়ার চেষ্টা করে। হাতি যেখানে দেওয়াল ভেঙ্গেছে ওখানেই আমার মেয়ে ঘুমিয়েছিল অল্পের জন্য প্রানে বেঁচেছে আমার মেয়ে। আমরা গরীব মানুষ কি ভাবে ঘর নতুন করে ঘর বানাবো ভাবতে পারছি না। সরকার আমাদেরকে সাহায্য না করলে নতুন করে আর বাড়ি বানাতে পারবো না।'

এবিষয়ে লালগড় রেঞ্জের রেঞ্জার শ্রাবনী দে বলেন, ' যে সমস্ত ব্যাক্তির বাড়ি ঘর ভাঙ্গচুর করেছে, যাদের ফসল নষ্ট করেছে তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন। ' অন্যদিকে ঝাড়্গাম বন বিভাগের ডিএফও বাসব রাজ হোলচ্চি বলেন,' যাদের বাড়িঘর ভাঙ্গচুর করেছে তারা আবেদন করলে ক্ষতিপূরণ পাবেন।' উল্লেখ্য কাওয়ামারি গ্রামটি ঝাড়্গাম বনবিভাগের অধিনে রয়েছে বলে বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে।

করোনার জেরে বাংলাদেশে প্রথা ভাঙল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠান

ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : রবিবার ২১ ফেব্রুয়ারি প্রতি বছরের মতো এবছরও বাংলাদেশে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তবে এবছরে করোনার জেরে প্রথা ভাঙল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে। প্রত্যেক বছর একুশের রাতে ঢাকার শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত থাকেন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। তবে এবার অতিমারিকালে বিধি নিষেধের কারণে সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, রাষ্ট্রপতি মহম্মদ আবদুল হামিদ। বদলে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সামরিক সচিব। তাঁরাই শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

২০২১-এর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের থিম সমাজ ও শিক্ষার একাত্মকরণের জন্য বহুভাষাবাদের প্রসার। ২০২১ সালের ২১-এর স্লোগান হল, """শিক্ষা ও সমাজে অন্তর্ভুক্তির জন্য বহুভাষাবাদকে উতাহিত করা""। রাষ্ট্রসংঘের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, """ভাষা এবং বহুভাষিকতা স্থায়ী উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই কথারই প্রতিষ্ঠা দেয়।"""" করোনার অতিমারিজনিত পরিস্থিতিতে বহুভাষা শিক্ষা ও শিক্ষায় একাত্মকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক বছরই এই ঐতিহাসিক দিনটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বাংলাদেশে। ঘড়ি রাত ১২টার কাঁটা ছুঁতেই শহিদ মিনারে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। এবার শেখ হাসিনার তরফে তাঁর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল নকিব আহমেদ চৌধুরি শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম। করোনার কারণে খুব কম সংখ্যক জমায়েতের অনুমতি ছিল এবারের ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে। মাস্ক, স্যানিটাইজার সঙ্গে রাখা ছিল বাধ্যতামূলক।

প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রভাষা হোক বাংলা। এই দাবিতে, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়া আন্দোলনকে আরও জোরাল করার ডাক দিল। পাকিস্তানি পুলিশ তাঁদের রুখতে এলে বাধল 'লড়াই'। পুলিশের তরফে চলল গুলি। ঝাঁঝরা হয়ে গেল একদল টাটকা প্রাণ। গুলিবর্ষণে শহিদ হন- রফিক উদ্দিন আহমেদ, আবুল বরকত, আবদুল জববার, আবদুস সালাম সহ কয়েকজনের মৃত্যু হয়।এই ভাষা শহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাতের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে গড়ে ওঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ। সেই স্তম্ভ পাক সরকার ২৬ ফেব্রুয়ারি গুঁড়িয়ে দেয়। পরের সময় আরও ঝঞ্ঝার। এরপর গোটা বাংলাদেশ পথে। দাবি একটাই, 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। ভাষার আন্দোলন মিশে গেল মুক্তিযুদ্ধে। '৭১-এ স্বাধীনতা পেল বাংলাদেশ। ভাষার জন্য বাঙালির আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এর বহু পরে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ফের ঊর্ধমুখী দেশের করোনাগ্রাফ, চিন্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ফের ঊর্ধমুখী দেশের কোভিডগ্রাফ। ভাবাচ্ছে দৈনিক মৃত্যুহারও। ফের দৈনিক করোনাজয়ীর চেয়ে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় চিন্তায় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। রবিবার সকালের প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ২৬৪ জন। মৃত্যু হয়েছে ৯০ জনের। একইসময়ে করোনামুক্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৬৬৭ জন। রবিবার দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ১ কোটি ৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৬৫১ জন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন ১ কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭১৫ জন। তবে এখনও চিকিৎসাধীন বা অ্যাকটিভ করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬৩৪ জন। তবে প্রতিদিন এই সংখ্যাটা কমছে। বাড়ছে সুস্থতা। তবে ইতিমধ্যে এ দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩০২ জনের। তবে দেশকে করোনামুক্ত করতে জোরকদমে চলছে টিকাকরণের কাজ। ইতিমধ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৭৩ জনের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিদায় নিচ্ছে শীত, চড়ছে তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে শীত, চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। ভোরের দিকে চারিদিক কুয়াশাতে ঢাকা থাকলেও পরে পরিস্কার আকাশ। আবহাওয়া অফিস সূত্র খবর, নতুন করে আর শীত ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। তবে উত্তুরে হাওয়ার প্রভাব কিছুটা রয়েছে। সে কারণে শীতের আমেজ আর কিছু দিন বজায় থাকবে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার ভোর-সকালের কিছু সময় কুয়াশা থাকলেও পরে তা কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে রাজ্যে কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানা গিয়েছে। এদিন কলকাতায় বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ সর্বাধিক ৮৬ শতাংশ। জেলায় জেলায় ভোরে এবং রাতে শীতের আমেজ আরও কিছুদিন থাকতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিধানসভা ভোটের আগেই অস্ত্র কারখানার হদিস

কুলতলি, ২১ ফ্রেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিধানসভা ভোটের আগেই অস্ত্র কারখানার হদিশ পাওয়া গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ২ ব্লকের বকুলতলা থানা এলাকার মনিরতট থেকে। শনিবার গভীর রাতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বকুলতলা থানার পুলিশ ও বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের পুলিশ কর্মীরা এই অস্ত্র কারখানা উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় খয়রুল শেখ নামে অন্যতম অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খয়রুলের বাড়ি থেকে দশটি নতুন ওয়ান শাটার পাইপগান উদ্ধার করেছে পুলিশ। এছাড়াও বন্দুক তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

শনিবার সন্ধ্যায় গোপনসূত্রে বকুলতলা থানার পুলিশ খবর পায় যে মনিরতট এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়িতে গোপনে অস্ত্র তৈরির কাজ চলছে। সেই খবর পেয়ে বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশান গ্রুপের সদস্যদের সাথে নিয়ে রাত ১ টা নাগাদ তল্লাশি অভিযান শুরু করেন।

আর সেখানে তল্লাশি অভিযানে নেমেই সাফল্য আসে। কার্যত ছোট্ট বাড়ির মধ্যে এই অস্ত্র তৈরির কারখানা দেখে চক্ষু চরকগাছ হয়ে যায় পুলিশকর্মীদের। গ্রেফতার করা হয় খয়রুলকে। ধৃতকে রবিবার বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। খয়রুলকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এ বিষয়ে আরও তদন্ত করতে চাইছে পুলিশ। এই অস্ত্র কি কারণে সে তৈরি করছিল? পাশাপাশি এগুলি কাদেরকে সে সাপ্লাই দিত সে বিষয়ে ও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

পিছিয়ে গেলে পাঠান ছবির মুক্তির দিন

মুম্বাই, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : পিছিয়ে গেল আসন্ন শাহরুখ খান অভিনীত পাঠান ছবির মুক্তির দিন। ২০২১ সালে এই ছবি মুক্তির কথা থাকলেও আপাতত কিছু কারণবসত তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২২ সালে।

উল্লেখ্য, এই ছবির মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন বাদে বড়পর্দায় ফিরছেন কিং খান। পাশাপাশি এই ছবির ক্যামিও চরিত্রে দেখা যাবে সলমন খানকেও। গতবছর এই ছবির শুটিং মুম্বইতে শুরু হয়। বর্তমানে দুবাইতে চলছে এই ছবির শুটিং। উল্লেখ্য, "পাঠান" ছবিতে একটি অ্যাকশনের দৃশ্যে দেখা যাবে সলমন খানকে। শাহরুখ, সলমনের পাশাপাশি এই ছবিতে দেখা যাবে দীপিকা পাডুকোন ও জন আব্রাহামকেও। যশরাজ ফিল্মস প্রযোজনার অন্তর্গত এই ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বামনহাট-শিয়ালদা এক্সপ্রেসের স্টপেজ পেল ময়নাগুড়ি

ময়নাগুড়ি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বামনহাট-শিয়ালদা এক্সপ্রেসের স্টপেজ পেল জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি। রবিবার বিকেল ৪টা ৩৯ মিনিটে নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড়াতেই আনন্দে মেতে ওঠেন স্টেশনে উপস্থিত সাধারণ মানুষ। জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা: জয়ন্তকুমার রায় সবুজ পতাকা দেখানোর দু' মিনিট পরই ট্রেন ছাড়ে। স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের এডিআরএম নগেন্দ্র সিং, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়র কমার্শিয়াল ম্যানেজার অমরমোহন ঠাকুর সহ অন্যরা। ময়নাগুড়ি ব্যনবসায়ী সমিতি ও ময়নাগুড়ি বিবেকানন্দ ক্লাবের তরফে এদিন সাংসদকে অভিনন্দন জানানো হয়। সাংসদ বলেন, 'জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন রাজেন্দ্রনগর-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেসের স্টপেজ পাচ্ছে। রবিবার রাত থেকেই স্টপেজ পাবে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন। রাত ১টা ৩৮ মিনিটে থামবে এই ট্রেন।' সাংসদ আরও বলেন, 'এখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে কথা বলেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবিবার কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে ভার্চুয়াল কনফারেন্স রয়েছে। সেখানে চিলাহাটি থেকে বাংলাদেশে রেল যোগাযোগের বিষয়ে কথা হবে।' এদিন ময়নাগুড়ি স্টেশনে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মুর্শিদাবাদে গণপিটুনিতে মৃত প্রৌঢ়

লালবাগ, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুর্শিদাবাদে গণপিটুনিতে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। বছর ১৪ আগে বন্ধুকে খুনের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল মৃতের। সেই থেকেই বেপাত্তা তিনি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সেই আক্রোশ থেকেই এই খুনের ঘটনা। ইতিমধ্যেই দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে।

জানা গিয়েছে, মৃত প্রৌঢ়ের নাম কুরবান শেখ। ২০০৭ সাল নাগাদ বন্ধু মাজরুল শেখ কুরবানের স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি কুরবানের নজর এড়ায়নি। স্বাভাবিকভাবেই অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযোগ, পরকীয়ার শাস্তি দিতে মাজরুলকে খুন করে কুরবান। তারপর এলাকা ছাড়ে। পুলিশ তাঁর হদিশ পায়নি। সপ্তাহখানেক আগে এলাকায় ফেরেন কুরবান। রবিবার সকালে তাঁকে একা পেয়ে স্থানীয়রা বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এলাকার বাসিন্দারা গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে।পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। রবিবার অভিযুক্তদের শাস্তির আশ্বাসও দিয়েছেন তদন্তকারীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এসব করে ভয় দেখান যাবে না সিবিআই নোটিশে অভিষেক

কলকাতা, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : 'আইনের ওপর তাঁদের সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে। এসব করে কেউ তাঁকে ভয় দেখাতে পারবেন না। কয়লাপাচার কাণ্ডের তদন্তে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই-এর নোটিশ নিয়ে এমনই টুইট করলেন যুব তৃণমূল সভাপতি তথা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নোটিশেন প্রতিলিপি প্রকাশ করে টুইটারে অভিষেক লেখেন, 'আজ বেলা ২টোয় আমার স্ত্রীর নামে সিবিআই একটি নোটিশ দিয়েছে। দেশের আইনে আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা রয়েছে। কিন্তু ওরা যদি ভেবে থাকে যে এসব করে আমাদের ভয় দেখাবে, তাহলে ভুল করছে। পিছু হঠার বান্দা আমরা নই।'

প্রসঙ্গত, রবিবার বেলা ২টো নাগাদ সিবিআইয়ের ৫ জনের প্রতিনিধিদল অভিষেকের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছয়। সেখানে অভিষেকের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ দেন তাঁরা। এদিন সিআরপিসির ১৬০ ধারায় সাক্ষী হিসাবে নোটিশ দেওয়া হয়েছে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।তবে সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না অভিষেক বা তাঁর স্ত্রী। সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, তাঁরা বাড়ি ফিরলে যেন সিবিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কোথাও হাজিরা দিতে হবে না রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁর সুবিধামতো সময়, তাঁর সুবিধামতো জায়গায় রুজিরাদেবীকে জেরা করবেন সিবিআইয়ের মহিলা আধিকারিকরা।

কান টানলে তো মাথা আসারই কথা, অভিষেকের বাড়িতে সিবিআই নোটিশে বাবুল

আসানসল, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কয়লাপাচার কাণ্ডের তদন্তে রবিবার তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই-এর নোটিশ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এদিন তিনি বলেন, "বেআইনি কয়লা পাচার কাণ্ডে ইতিমধ্যে বেশ কিছু 'কান' ধরপাকড় করা হয়েছে। আর কান টানলে তো মাথা আসারই কথা। কাজেই সঠিক মাথার কাছেই সিবিআই পৌঁছেছে। এখন দেখা যাক, সেটা টানলে আরও কি বেরিয়ে পড়ে!"

কেন্দ্রীয় পরিবেশ প্রতিমন্ত্রীর আরও বলেন, "এ ব্যাপারে কুণাল ঘোষের সব কথা মনে পড়ছে। উনি চিৎকার করে করে কারও কথা বলতেন। তখন প্রিজন ভ্যান পিটিয়ে তার কথা চাপা দেওয়া হত। দেখা যাক, কেঁচো খুড়তে খুড়তে কী বেরিয়ে পড়ে!" তিনি দাবি করেন, "সিবিআই যখন কোনও বিষয়ে যখন তদন্ত করে তার পিছনে অনেক তথ্য থাকে। তা আদালতে পেশ করে। সেই অনুযায়ী তদন্ত এগোয়। সে ব্যাপারে আমি কিছু বলব না।" তবে এটা নিশ্চয়ই বলব, কয়লা, বালির টাকা তোলার কে ক্যাপ্টেন্সি করেন তা সবাই জানে। শুধু বিজেপি নয়, সমস্ত বিরোধী দলই সে কথা বলছে।

প্রসঙ্গত, রবিবাসরীয় দুপুরে আচমকাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি তথা সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। সিবিআই সূত্রে দাবি করা হয়, বেআইনি কয়লা পাচার কাণ্ডে আর্থিক লেনদেনের জড়িত থাকার ব্যাপারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলা সম্পর্কে কিছু তথ্য তাঁরা পেয়েছেন। সেই সূত্রেই তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান রুজিরাকে। সেই খবর জানাজানি হতেই বিরোধী শিবিরে সবার আগে মুখ খুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। এর আগে কয়লা, বালি পাচার নিয়ে বাবুল বেশ কয়েকবার মুখ খুলেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গুচ্ছ মানহানির মামলাও করে রেখেছেন অভিষেক।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

এসোসিয়েশন অফ সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার্স অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক, উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

উদয়পুরে মৈত্রী সাইকেল রেলী পৌঁছল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্ম দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফৌজ (সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী) পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা সীমান্তের পানিটর আউট পোষ্ট থেকে সাইকেলে প্রায় ৪৫০০ কি মি পথ অতিক্রম করে মিজোরাম সীমান্তের সিলকোর আউট পোস্ট দিয়ে সতেরো মার্চ বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। এই মৈত্রী সাইকেল রেলী চাক্ষুষ করার সুবর্ণ সুযোগ অনেকেই হাতছাড়া করেননি । গতকাল সোনামুড়া হয়ে বিলোনিয়ায় রাত্রি যাপন করে আজ দুপুর প্রায় একটা ত্রিশ মিনিটে ৩৪নং বি এস এফ ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট স্বরন দেব সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে উদয়পুর মাতাবাড়ি মন্দির সংলগ্ন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে অস্থায়ী ভাবে তাঁবু টাঙিয়ে সেখানে সাইকেল রেলীতে অংশগ্রহণকারী সাইক্লিস্ট বিশ্রাম ও দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর সাইক্লিস্ট মাতাবাড়ি মন্দিরে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের দর্শনের পর মহারানি স্থিত ১৬৪নং ব্যাটেলিয়নের হেড কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন। সেখানে রাত্রি যাপন করে আগামী কাল আবার মৈত্রী রেলী শুরু করবেন। এই সাইকেল রেলী দেখার জন্য রাস্তার দু ধারে জনগন মেরা ভারত মহান বলে সাইক্লিস্টদের উৎসাহিত করেন।

চিকিৎসকদের সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। করোনা মোকাবিলায় প্রথম সারির যোদ্ধা হিসেবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মাননা জানাবে হেডলাইন্স ত্রিপুরা। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারী সোনারতরী হোটেল বিকেল চারটায় এক অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের চিকিৎসকদের সম্মাননা জানাবে হেডলাইনস ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

কর্মশালা সমাপ্ত চিত্রসাংবাদিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত চিত্র সাংবাদিকদের তিন দিনের কর্মশালা আজ সমাপ্ত হয়েছে। আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৬৫ জন চিত্র সাংবাদিক এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন বলেন এসোসিয়েশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

'অর্কনীড়'-এ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২১ ফেব্রুয়ারি।। ভারত সরকারের এনআরডিসি এর আর্থিক সহায়তায় এবং রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংস্থা এন বি ইনস্টিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজি (অর্কনীড়) এর উদ্যোগে সেকেরকোট স্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আগামী ২০ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে দুই মাসব্যাপী Entrepreneurship development Programme onTraining & Promotion of the guidelines related to Medicinal Plants এর প্রশিক্ষণ এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পে উদ্যোগের সার্বিক সহায়তা করার লক্ষ্যে এনবিআইআরটি- এবিআই(এগ্রি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার) এর শুভ সূচনা করেন কৃষি বিজ্ঞানী এবং ত্রিপুরা ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজুমদার। প্রশিক্ষণ মোট ৩০ জন বেকার যুবক যুবতী এস, এইচ, জি, গ্রুপের প্রশিক্ষণার্থী যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অষ্টমমান পাস উর্ত্তীন এবং বয়স ১৮থেকে ৪০ বছরের মধ্যে সেই সকল প্রার্থীরা সেকেরকোট স্থিত অর্কনীড় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে ।প্রশিক্ষণান্তে প্রার্থীদেরকে অর্কনীড়ের পক্ষ থেকে এনআরডিসি,গভমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

উদয়পুরেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আজ দুপুর বারোটায় উদয়পুর টাউন হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। শুরুতে উদয়পুর শহর লাগোয়া ঝুলন্ত ব্রীজের নীচে জমাকৃত আবর্জনা স্তূপে আগুন লাগার ফলে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক তথা স্থানীয় বিধায়ক ,ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় ঘটনা স্থলে যাওয়ায় একটু বিলম্ব অনুষ্ঠান শুরু হয়। কানায় কানায় পূর্ণ টাউন হলে ভাষা দিবসের শহীদ বেদীতে মাল্য দানের পর হল ঘরে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত ছাত্র-শিক্ষক এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। উদ্বোধক প্রনজিৎ সিংহ রায়, প্রধান বক্তা এম বি বি কলেজের অধ্যক্ষা দীপান্বিতা চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি গোমতি জেলা পরিষদের সভাপতি স্বপন অধিকারী, বিশেষ অতিথি মাতাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ও রামপদ জমাতিয়া যদিও রামপদ জমাতিয়া নির্দিষ্ট সময়ে আসেন নাই। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার ,জেলা শিক্ষা আধিকারিক শুভ রনন দাস ও আই সি এ দপ্তরের উপ অধিকর্তা প্রমুখ ।পুরো অনুষ্ঠানটি পারিচালিত হয় উদয়পুর বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর। টাউন হল ছিলো কানায় পরিপূর্ণ। অনুষ্ঠানে কচিকাঁকলিরা মুক্ত ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ছাত্র/ছাত্রীর খুব খুশি-এই ধরনের অনুষ্ঠান সংঘটিত করায়।

একাংশ

● **প্রথম পাতার পর**

জনগণেরদের দাবি উদয়পুরে পুর পরিষদ যদি বাজারে আবর্জনা গোলি যদি ডাস্টবিন পটে ফালানু হয়। এই আবেদন করেন উদয়পুর পুর পরিষদকে। এই আগুন লাগাতে ।আতঙ্ক বিরাজ করছে গোটা উদয়পুর শহরে।

মিছিল

● **প্রথম পাতার পর**

সহ বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ জানায় কর্মী-সমর্থকরা। প্রদেশ যুব কংগ্রেস বলেছে, পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য ধারাবাহিক ভাবে বেড়ে চলেছে। ফলে নিত্য সামগ্রী মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের উপর প্রভাব পড়ছে। কিন্তু সরকার সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। তাই সরকারের কানে আওয়াজ পৌঁছাতে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতির নির্দেশ সাধারন মানুষের স্বার্থে এই প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হচ্ছে। একইভাবে রাজ্যে সব জেলাতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য হ্রাস না পেলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে যুব কংগ্রেস।

বিভিন্ন

● **প্রথম পাতার পর**

উন্নতিকরণের স্বার্থে এডিবি থেকে ১৬০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই অর্থে আগামীতে রাজ্যের পুর এলাকাগুলিতে সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বনমালিপুর এলাকার উন্নয়নে এখন পর্যন্ত নগর উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে ২৪টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। হাওড়া নদীর দু'পাশ উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যায়নে প্রায় ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। সড়ক উন্নয়নে ৪০০ কোটি টাকার টেণ্ডার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহার করে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্লাস্টিক রোড তৈরি করা হয়েছে, যা ত্রিপুরা প্রথম। আগামীতে বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবহারের মাধ্যমে আরও কিভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায় সেই দিশাতেই বর্তমান সরকার কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় বনমালিপুর এলাকায় বড়মাত্রায় ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক ডা. দিলীপ কুমার দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়, আগরতলা মার্ট সিটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান কিরণ গিত্যে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা মার্ট সিটি লিমিটেডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ড. শৈলেশ কুমার যাদব।

এসোসিয়েশন অফ সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার অফ ত্রিপুরা'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। এসোসিয়েশন অফ সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার অফ ত্রিপুরা চতুর্থ দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। সম্মেলন উপলক্ষে জগন্নাথ বাড়ি স্থিত আই এম আই হাউসে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেন এসেট -এর রক্তদান শিবির অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কারণ সম্মেলন উপলক্ষ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা কথা মাথায় রেখেই ধরনের রক্তদান শিবিরে এগিয়ে এসেছে এসেট। এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনে অব্যাহত রাখতে আহ্বান জানান তিনি। পাশাপাশি বাস্তুকাররা গ্রাম স্বরাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। রক্তদান শিবিরে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

শান্তিরবাজারে মেগা ডায়াবেটিক স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ ফেব্রুয়ারি।। আজ ২১ শে ফেব্রুয়ারী। মহান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এই মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শান্তির বাজার ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থার উদ্দ্যোগে এক মেগা ডায়াবেটিক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করাহয়। আজ সকাল থেকে এই স্বাস্থ্য শিবিরের কাজ শুরু হয়। শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের ডায়বেটিক স্পেশালিষ্ট ডাক্তার শান্তনু দাসের উপস্থিতিতে চলছে এই মেগা স্বাস্থ্যশিবির। এই শিবির সম্পর্কে ডাক্তার শান্তনু দাস জানান ভারতবর্ষে যে পরিমানে ডায়াবেটিক রোগের সৃষ্টি হচ্ছে এতেকরে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ডায়াবেটিক রোগের জন্য ভারতবর্ষ প্রথমস্থান অর্জনকরবে। তাই এই রোগের হাতথেকে সকলকে মুক্তিপেতেগেলে এখনথেকেই সকলকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হতেহবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনেচললে ও নিয়মিত ঔষধ খেলে এই রোগথেকে মুক্তি পাওয়াযাবে। আজকে ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থা কতৃক আয়োজিত এইধরনের স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করারজন্য ডাক্তার শান্তনু দাস এই সংস্থার সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন তারপাশাপাশি আজকের ছুটিরদিনে যে সকল স্বাস্থ্যকর্মী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানন। ডাক্তার শান্তনু দাস সকল ক্লাব ও সামাজিক সংস্থাকে এইধরনের সামাজিক কর্মসূচী করারজন্য বিশেষ আহব্বান জানান। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংস্থার পক্ষথেকে জানানোহয় যেসকল গরীব লোকজনেরা সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেননা তাদের সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দেওয়ারজন্য ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থা এইধরনের উদ্দ্যোগ নিয়েছে। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে আগত লোকজনদের চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়াহচ্ছে। ছাত্রবন্ধু সামাজিক সংস্থা কতৃক আয়োজিত আজকের এই স্বাস্থ্য শিবিরে লোকজন ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহনকরে।

বনমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

তাদের এই জীবিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বন এবং বনজ সম্পদকে রক্ষা করার উপর রাজ্য সরকার দারুণভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বন দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু বলেন, মানুষকে বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করে তোলার লক্ষ্যেই হর্ণবিল উৎসবের আয়োজন করা হয়। তিনি বন সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে আরও বেশি উৎসাহিত করে তোলার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পিসিসিএফ ডা. ডি কে শর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুখ্য বন সংরক্ষক অমিত শুক্লা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের এডিজি শিশির কুমার রাঠোর, খোয়াই জেলা বন আধিকারিক ডা. নীরজ কুমার চঞ্চল।

অনুষ্ঠানে অতিথিগণ তিনটি স্বসহায়ক দলের সদস্যদের হাতে ৩ লক্ষ টাকার চেক ও ৪টি বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। উল্লেখ্য, গত ১০ ফেবয়ারি থেকে খোয়াই জেলার বিভিন্ন গ্রামে স্থানীয়ভাবে হর্ণবিল উৎসবের আয়োজন করা হয়। আজ বড়মুড়ার হাতাইকতর ইকোপার্কে মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

মর্যাদা দিয়ে সম্মান দিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উল্লেখ করে বলেন একটি শিশুর ক্ষেত্রে মায়ের দুধের যেমন বিকল্প নেই, তেমনি প্রতিটি মানুষের মাতৃভাষা ছাড়া তার পরিচয় নেই। তিনি বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষার সাথে ককবরক ভাষাও রয়েছে। জনজাতিদের উন্নতি সাধনে সরকার বদ্ধপরিকর। জনজাতিদের রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ককবরক ভাষা সাহিত্য প্রকাশনা ও গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ককবরক ভাষার আরও বিকাশে চেষ্টা করতে হবে।

ত্রিপুরায় জডিশিয়াল সার্ভিস ও টেট পরীক্ষায় বাংলা ভাষার সাথে ককবরক ভাষাকে যুক্ত করা হয়েছে। বিলুপ্ত ভাষাগুলির কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, ২১ ফেবয়ারি শুধু মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন না করে সকল ভাষাভাষির মানুষকে সম্মান করে নিজ নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে।

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমান, মাকে সম্মান করলে মাতৃভাষাকে সম্মান করা হয়। ভাষা আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিজ নিজ ভাষার প্রতি সম্মান প্রদান ও সকলকে দায়িত্ববান হতে হবে। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা সরকার (দেব) বলেন, ইংরেজি ভাষার দিকে ধাবিত না হয়ে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ধরে রেখে নিজ নিজ মাতৃভাষার প্রতি দায়িত্বনিষ্ঠ হতে হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস, সমাজসেবী প্রদ্যৎ ধর চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরাখন্ড

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে ১৫ ফুট হবে। ভেতরে বন্যার জলের মাটি, পাথর, কাদা জমে পথ আরও দুর্গম করে তুলেছে। কোথায় খাদ তৈরি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর সুড়ঙ্গের মাথায় কংক্রিটের পাথর ভেঙে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। বন্যার জলের তোড়ে মাটি নরম। যখন তখন টানেলের ছাদ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়তে পারে।

বিপদ মাথায় নিয়েই ভেতরে আটকে থাকা বিপন্ন মানুষগুলোকে খুঁজে চলেছেন জওয়ানরা। তপোবন সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন আইটিবিপি, এনডিআরএফ ও এসডিআরফের জওয়ানরা। কাদা-পাথর, মাটি সরিয়ে পথ তৈরি করা হচ্ছে সুড়ঙ্গের ভেতরে।

এদিকে সুড়ঙ্গের বাইরে অপেক্ষা করছে মেডিক্যাল টিম। অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে পৌঁছে গেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। মাটি কাটার বড় বড় যন্ত্র তৈরি রাখা হয়েছে। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দলের জওয়ানরা বলছেন, জল আর পাথরে সুড়ঙ্গের ভেতরটা বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। এখনও অবধি শুধু মৃতদেহই উদ্ধার হয়েছে। সুড়ঙ্গের ভেতরে জীবিত কেউ আটকে আছেন কিনা তার হদিশ মেলেনি।

উল্লেখ্য, এ মাসের ৭ তারিখে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার জোশীমঠের কাছে নন্দাদেবী হিমবাহ ফেটে তীব্র জলোচ্ছ্বাসের জেরে ভেসে গিয়েছে একের পর এক গ্রাম। রেনি গ্রামে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প-সহ ওই এলাকার ৪টি ঝুলন্ত সেতু ভেঙে পড়েছে। এনটিপিসি-র জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দুটি সুড়ঙ্গে অনেক শ্রমিক কাজ করছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগই ভেসে গিয়েছেন জলের তোড়ে। দেহ উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক। এখনও অন্তত ১৩৭ জন নিখোঁজ বলে জানা গেছে।

যেতে হবে

● **প্রথম পাতার পর**

যোগ দিইয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা এবং পাঁচ রাজ্যের সভাপতি ও দায়িত্বে থাকা পর্যবেক্ষকরা। নির্বাচনে পাঁচ রাজ্যে বিজেপি কী পদ্ধতিতে প্রচার করবে বা নির্বাচনে লড়বে তা নিয়ে আলোচনার জন্যই এদিন দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন মোদী।

পশ্চিমবঙ্গকে এবার এবার পাখির চোখ করেছে গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে এসে বলেছেন, ২০০-র বেশি আসসন নিয়ে এবার ক্ষমতায় আসতে চলেছেন তাঁরা। কেরলে ক্ষমতায় বামেরা। সেখানে ভাল ফল করতে মরিয়া বিজেপি। তামিলনাড়ুতেও জোট সঙ্গী এআইএডিএমকের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে বিজেপির। অন্যদিকে দ্বিতীয়বারের জন্য অসমে সরকার ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে। পুদুচ্চেরিতে আবার কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করতে চাইছে বিজেপি।

মৃণাল

● **প্রথম পাতার পর**

কিছুদিন ধরেই তাকে জালি তোলার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ ।অবশেষে তাকে আটক করার পর বিশালগড় থানার পুলিশ পশ্চিম জেলা পুলিশের হাতে হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। জানা যায় তার বিরুদ্ধে অপরাধ সম্বন্ধিত রেজিস্টার ছিল পূর্বে।

পুত্রবধূ

● **প্রথম পাতার পর**

বিরুদ্ধে।

শাশুড়ি কনা দাসের আরও অভিযোগ তার নাতি বিশ্বজিৎ দাসও তার ওপর আক্রমণ চালায়।এখন প্রশ্ন হল ৯৫ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা মহিলাকে কিভাবে তার ছেলের সামনে তার স্ত্রী এবং পুত্র মারধোর করে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও গোটা এলাকায় সে পরিবারের প্রতি ক্ষুব্ধ জনগণ সকলেই বিমল দাস এবং তার স্ত্রী এবং পুত্রে বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে।

পেট্রোল

● **আটের পাতার পর**

সরকার কাদের জন্য শুল্ক আদায় করতে ব্যস্ত তা পরিষ্কার করতে হবে।' দেবব্রত শইকিয়া বলেছেন, জনগণকে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করার পক্ষপাতী নয় কংগ্রেস। জ্বালানির দাম দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অসমে বেশি কেন তা জানতে চান তিনিও। এ ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণ কেন করছে বিজেপি সরকার, এই প্রশ্ন করেছেন প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান রকিবুল হুসেন। তিনি বিজেপির জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদ করে বলেন, "তথাকথিত "ডাবল ইঞ্জিন"-এর বিজেপি সরকার অসমের জনগণকে বোকা বানাচ্ছে। অসমে নির্বাচনের প্রাক্কালে পেট্রোল-ডিজেলের উপর থেকে পাঁচ টাকা কমানোর ঘটনা একটি প্রতারণার নিদর্শন বলে মন্তব্য করন তিনি। কেন্দ্রের মোদী সরকার তাদের কর্পোরেট বন্ধুদের তুষ্ট করতে পেট্রোলের দাম বাড়িয়েছে দলে অভিযোগ করেন সুস্মিতা দেব।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করে গ্রাহক হয়রানির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে। রাজ্যে বিজেপির অর্থনৈতিক নীতিসমূহের তথ্য জনগণের কাছে আড়াল করছে বিজেপি সরকার। জ্বালানির দাম বাড়িয়ে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে তারা। কংগ্রেসের আন্দোলনকে সমর্থন করে সাধারণ মানুষ প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে শামিল হয়েছেন পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, দাবি বক্তাদের।

শ্রীপুরে

● **আটের পাতার পর**

(দক্ষিণ অসম প্রান্ত) সভাপতি নিখিলভূষণ দে তাঁর বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘদিন পর প্রত্যন্ত এলাকায় এ ধরনের একটি বিদ্যালয় চালু হলে শিক্ষানুরাগী মহল এবং শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অধ্যয়ন করার আহ্বান জানান। আজকের দিনে এ ধরনের একটি বিদ্যালয় স্থাপনকে তিনি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে উদ্যোক্তাদের ধন্য বাদ জানান। এদিন সকালে শ্রীপুর এলাকায় দুই বিঘা জমির ওপর প্রস্তাবিত সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের ভবন নির্মাণের জন্য পুরোহিতের সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ভূমিপূজন সম্পন্ন হয়েছে। এর পর বিধায়কের হাত দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তরের ফলক উন্মোচন হয়। অনুষ্ঠানে সরস্বতী বন্দনা ছাড়াও আরও বেশ কয়েটি সঙ্গীত পরিবেশন করে নিলামবাজার সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে অন্যা ন্যচদের মধ্যে বক্তব্যয পেশ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রীভূমি জেলা সংঘচালক নর্মদা চক্রবর্তী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বিভাগ ব্যবস্থা প্রমুখ সন্দীপ রায়, নিলামবাজার সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের প্রধান আচার্য্য পুষ্পা দে, পিকলু মালাকার, অয়ন চক্রবর্তী, শিবনারায়ণ পাসি, রঞ্জিত ধর, প্রবীণ শিক্ষাবিদ শ্যামাপদ দে, সুজিত সিনহা, বিশ্বজিৎ সিনহা প্রমুখ। সবশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেছেন দীপক নাথ।

মুখ্যমন্ত্রী

● **আটের পাতার পর**

সাথে আমাদের রাজ্যের কাছেও এই কর্মসূচি গর্ব ও অহংকারের বিষয় যে আমরা শুধু মুখে বলি না কাজেও করে দেখাই কি করে হারিয়ে যাওয়া ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ককবরক ভাষাকে সম্মান জানিয়ে বড়মুড়া পাহাড়ের নতুন নামকরণ করা হয় হাতাইকতর। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামীদিনে এ রাজ্যের জনজাতিদের ভাষাকে সম্মান জানিয়ে আরও বেশি করে বিভিন্ন স্থানের নাম জনজাতিদের ভাষায় রাখা হবে। এছাড়াও ককবরক সহ অন্যান্য ভাষাগুলিকেও সরকারি নানা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যদিও এখন টেট পরীক্ষা সহ অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থা ককবরক ভাষায় চালু আছে। ককবরক ভাষা এখন কোনও ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। তাই মুখে না বলে কাজে করে দেখাতে হবে মাতৃভাষাকে কি করে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হয়। আর তাতেই হবে মাতৃভাষার সঠিক বিকাশ। তিনি বলেন, এই মাতৃভাষাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নয়। মাতৃভাষাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতে হবে। তবেই হবে মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের সফলতা।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, মাতৃভাষা হলো নদীর মতো। নদী যেমন তার উপনদী ও শাখা প্রশাখা নিয়ে বয়ে যেতে যেতে কোনও সাগরে এসে মিশে বিশাল প্রসারতা পায়। আবার কোনও কোনও নদী মাঝপথেই শুকিয়ে হারিয়ে যায়। তেমনি ভাষাও নানা জনগোষ্ঠীর মুখে মুখে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে কোনও কোনও ভাষা এক সময় হারিয়ে যায়। আবার কোনও ভাষা বিরাট প্রসারতা পায়। সেই ভাষায় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশালাকারে এগিয়ে চলে। তাই ভাষা দিবসে আমাদের কাজ ও অঙ্গীকার হবে কোনও ভাষাকেই আমরা আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যেতে দেবো না। হারিয়ে যাওয়া ভাষাকে আমরা রক্ষা করবো এবং বিকশিত করবো।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আজকের দিনটি হলো আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার দিন। তিনি বলেন, মাতৃভাষার অবজ্ঞা নয়, মাতৃভাষার আমরা সেবা করবো, যত্ন করবো। একে আমাদের শিক্ষা ও সমাজে লালন করবো। বক্তব্যে তিনি ভাষার প্রতিষ্টায় ও জাগরণে যে মানুষ আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে বলেন, বিলুপ্তপ্রায় ভাষার উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকারের প্রচেষ্টা অবিরত চালু থাকবে।

বাংলাদেশের আন্দোলনের নানা প্রেক্ষাপট তুলে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনের কমিশনার মোহম্মদ যুবায়েদ হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস। অনুষ্ঠান শেষে মাতৃভাষার সম্মানে আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই থিমকে ভিত্তি করে বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত ভাষা সহ ১৯টি জনজাতির ভাষার প্রতিনিধিগণ তাদের চিরাচরিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিজ নিজ মাতৃভাষায় সকলকে অভিবাদন জানান।

২২ বছর পর অ্যানফিল্ডে মার্সেসাইড ডার্বি জিতল এভার্টন

নয়াদিল্লী, ২১ ফেব্রুয়ারী।। লন্ডন: প্রিমিয়র লিগে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের দৈন্যদশা চলছেই। টানা তিন ম্যাচ হেরে লিভারপুল খেতাব ধরে রাখার লড়াই থেকে পিছিয়ে পড়েছিল আগেই। কিন্তু মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আরবি লেইপজিগকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছিল জুর্গেন ক্লপের দল। কিন্তু প্রিমিয়র লিগে ফিরতেই ফের হার লিভারপুলের শনিবাসরীয় অ্যানফিল্ডে মার্সেসাইড ডার্বিতে এভার্টনের কাছে ০-২ গোলে হেরে বসল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। এর ফলে প্রিমিয়র লিগে টানা চারটি ম্যাচে হার স্বীকার করল ক্লপের ছেলেরা। আর এই ম্যাচ হারে লজ্জার রেকর্ড তালিকায় লিভারপুলের জন্য যোগ হল বেশ কিছু রেকর্ড। এই নিয়ে প্রিমিয়র লিগে টানা চারটি ম্যাচ অ্যানফিল্ডে হারল রেডস”রা। শেষবার ১৯২৩ এইরকম খারাপ ফলাফলের সম্মুখীন হয়েছিল লিভারপুল। অর্থাত ৯৮ বছর পর প্রিমিয়র লিগে টানা চারটি ম্যাচ অ্যানফিল্ডে হারল ১৯ বারের ইংল্যান্ড সেরারা।এখানেই শেষ নয়। ১৯৯৯ পর অর্থাত২২ বছর বাদে অ্যানফিল্ডে মার্সেসাইড ডার্বিতে লিভারপুলকে হারাল এভার্টন। সবমিলিয়ে ৩০ বছর প্রিমিয়র লিগ জেতার পরের বছরেই মাঝপথে এসে তাল কাটল ক্লপের সংসারে। যদিও শুরুটা চ্যাম্পিয়নের মতই করেছিল রেডস”রা। লিভারপুলের

বিরুদ্ধে এই জয় এভার্টনকে পয়েন্টের নিরিখে ক্লপের দলের সঙ্গে সমমেরুতে নিয়ে এল। ২৫ ম্যাচ পর দু”দলেরই পয়েন্ট এখন ৪০। গোলপার্থক্যে এগিয়ে ছ”নম্বরে রয়েছে লিভারপুল। যদিও লিগ শীর্ষে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি নিরাপদ ১৬ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করে নিয়েছে চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে। তাও আবার এক ম্যাচ কম খেলেই।এদিন এভার্টনের হয়ে দুই অর্ধে দু”টি গোল করেন রিচার্লিসন এবং সিগুর্ডসন। ম্যাচের শুরুতে গুছিয়ে ওঠার আগেই এদিন পিছিয়ে পড়ে ক্লপের দল। তিন মিনিটের মাথায় জেমস রডরিগেজের ডিফেন্স চেরা থ্রু ধরে অ্যালিসন বেকারকে পরাস্ত করেন ব্রাজিলিয়ান রিচার্লিসন। প্রথমার্ধে সমতা ফেরানোর মত পরিস্থিতিতে লিভারপুল একাধিকবার পৌঁছলেও জর্ডান পিকফোর্ডের দস্তানায় আটকে গিয়ে লিভারপুলের সমতায় ফেরা হয়নি। প্রথমার্ধে হেন্ডারসন এবং আলেকজান্ডার আর্নল্ডের দুরন্ত শট রক্ষা পায় এভার্টন গোলরক্ষকের দস্তানায়।আবার ৩৭ মিনিটে ফিলিপসের হেড পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আটকে ব্যবধান বাড়তে দেননি অ্যালিসন। বিরতির পর মোহামেদ সালাহকে রুখে দিয়ে লিভারপুলকে ম্যাচে ফেরার সুযোগ থেকে ফের বঞ্চিত করেন পিকফোর্ড। ৮২ মিনিটে প্রতি-আক্রমণ থেকে বিপক্ষ গোলমুখে হানা দেয় এভার্টন। রিচার্লিসনের পাস থেকে পরিবর্ত কালভার্ট লুইনের শট অ্যালিসনের হাতে পৌঁছনোর পরেও বক্সে লুইনকে ফাউল করে বসেন আলেকজান্ডার আর্নল্ড। ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির সিদ্ধান্তে বহাল থাকেন রেফারি। আর স্পটকিক থেকে নিশানায় অব্যর্থ থেকে এভার্টনের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন সিগুর্ডসন।লাল-নীল-গেরুয়া...! ”রঙ” ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ”খাচ্ছে”? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ”সংবাদ”! ”ব্রেকিং” আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ”রঙ” লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ”ফেক” তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ”ফ্রি” নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

ঘুমের ঘোরে বিরাট কোহালিদের সাজঘরে ঢোকার স্বপ্ন তেওয়াটিয়ার

নয়াদিল্লী, ২১ ফেব্রুয়ারী।। বহু দিন বিরাট কোহালির বিরুদ্ধে খেলেছেন। এ বার সুযোগ এসে গিয়েছে ভারত অধিনায়কের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নেওয়ার, তাঁকে আরও কাছ থেকে দেখার। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএলে নজর কেড়েছিল রাহুল তেওয়াটিয়ার অলরাউন্ড দক্ষতা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টি২০ দলে সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন সেই সুবাদে। আধা ঘুমের মধ্যে জানতে পেরেছিলেন জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার কথা। এখন দেখার প্রথম একাদশে জায়গা করে নিতে পারেন কি না তেওয়াটিয়া। ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়ে তেওয়াটিয়া অনেক বেশি উত্তেজিত কোহালির সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নিতে পারবেন ভেবে। তিনি বলেন, “এত দিন শুধু কোহালির বিপক্ষেই খেলেছি। এখন ওর সঙ্গে খেলব, ওর সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নেব। বিশ্বের সেরা কিছু ক্রিকেটারের সঙ্গে সাজঘর ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমি। অনেক কিছু শিখতে পারব, ওরা কী ভাবে কঠিন পরিস্থিতি সামলায় সেটা বুঝতে পারব।” হরিয়ানার হয়ে বিজয় হজারে ট্রফি খেলতে ব্যস্ত তেওয়াটিয়া। জানতেনই না যে ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। চহাল যখন ফোন করে তাঁকে খবরটা দেন, তখন আধা ঘুমের মধ্যে ছিলেন তেওয়াটিয়া। তিনি বলেন, “চহাল ভাই যখন ফোন করে বলে আমি ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছি, ভেবেছিলাম মজা করছে। আমি কখনও ভাবিনি ভারতীয় দলে সুযোগ পাব। মোহিত (শর্মা) ভাই ঘরে এসে খবরটা দেয় আমাকে।” তেওয়াটিয়া যদিও মনে করেন আইপিএল নয়, হরিয়ানার হয়ে খেলাই তাঁকে পরিণত করেছে। এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “হরিয়ানার প্রথম একাদশে জায়গা করে নেওয়া ছিল খুব কঠিন। মানসিক ভাবে শক্তিশালী করেছিল সেই লড়াই।” স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার তেওয়াটিয়াকে হরিয়ানা দলে জায়গা পেতে লড়াই করতে হয়েছে অমিত মিশ্রর মতো স্পিনারের বিরুদ্ধে। তেওয়াটিয়া বলেন, “অমিত মিশ্রর মতো বড় স্পিনার ছিল হরিয়ানা দলে। তাকে সরিয়ে জায়গা পাওয়া বেশ কঠিন। এ ছাড়াও জয়ন্ত যাদব ছিল। যুজবেন্দ্র চহালও ভারতীয় দলের খেলা না থাকলে হরিয়ানার হয়ে খেলত। দলে এত স্পিনারের মধ্যে থেকে জায়গা করে নেওয়া বেশ কঠিন।

নোভাকের সামনে আজ কঠিন লড়াই, ধারণা বেকারদের

নয়াদিল্লী, ২১ ফেব্রুয়ারী।। যুযুধান: ফাইনালে লড়াই জোকোভিচ বনাম মেদভেদেভের। ফাইল চিত্র ”আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে” নোভাক জোকোভিচ আসলে খেলবেন নিজের বিরুদ্ধেই! রড লেভার এরিনায় আজ, রবিবার আক্ষরিক সুপার সানডে। অস্ট্রেলীয় ওপেনে পুরুষদের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর মুখোমুখি রাশিয়ার দানিল মেদভেদেভের। টেনিস পণ্ডিতরা বলে দিচ্ছেন, দু”জনের খেলার ধরনে দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। একইরকম সার্ভিস। মিল ব্যাকহ্যান্ড রিটার্নেও। ফোরহ্যান্ডে নোভাকের কব্জির মোচড়টা শুধু একটু বেশি। এবং দু”জনই খেলেন যন্ত্রের মতো। তাই ফাইনালের ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে একটু দ্বিধায় প্রাক্তনরা। বিশ্বের প্রাক্তন দু”নম্বর অ্যালেক্স কোরাজ যেমন বলছেন, ””””শুধু অভিজ্ঞতার জন্যই আমি নোভাককে সামান্য এগিয়ে রাখব। অন্য কোনও কারণে নয়।”””” জিম কুরিয়রের কথায়, ””””রুশ খেলোয়াড় দানিল অনেকটা দাবাড়ুদের মতো।”””” এক ধাপ এগিয়ে বরিস বেকারের মন্তব্য, ””””এই মুহূর্তে নোভাকের কাছে মেদভেদেভের চেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ কেউ নেই।””””কেন প্রাক্তনরা রবিবারের ফাইনালে ধুন্ধুমার যুদ্ধ হবেই ধরে নিচ্ছেন? মনে হয় তার একটা বড় কারণ পরিসংখ্যানও। এটা ঘটনা যে, অস্ট্রেলীয় ওপেনে আটবার ফাইনাল খেলে আটবারই জিতেছেন জোকোভিচ। এবং ন”বার সেমিফাইনাল খেলেও কখনও হারেননি। কিন্তু হালফিলের তথ্য বলছে, খুব পিছিয়ে নেই মেদভেদেভও। অস্ট্রেলীয় ওপেনে অবিশ্বাস্য ছন্দের সৌজন্যে তাঁর এটিপি ক্রমতালিকায় জীবনে প্রথম বার তিন নম্বরে উঠে আসাটা একরকম নিশ্চিত। দ্বিতীয় বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলার পথে টানা জিতেছেন ২০টি ম্যাচ। এবং এখানেই শেষ নয়। যাঁদের হারিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বের প্রথম দশজনের প্রায় সবাই। একমাত্র কোর্টে প্রতিপক্ষ হিসেবে পাননি অসুস্থ রজার ফেডেরারকে। মেদভেদেভ যে অঘটন ঘটানোর ক্ষমতা রাখেন, তা স্পষ্ট স্বয়ং জোকোভিচের কথাতেও। ””””দানিলকে হারানো সত্যিই কঠিন। তা ছাড়া ও একটানা জিতে চলেছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে অনায়াসে জিতছে। আমাকে তো লন্ডনে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছে। অসম্ভব উন্নতি করেছে ছেলেটা। ”বিগ সার্ভার”ও। কী উচ্চতা! কোর্টে নড়াচড়াও করে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে,”””” বলেছেন মেলবোর্নে নবম খেতাবের মুখে দাঁড়ানো জোকোভিচ। যোগ করছেন, ””””হতে পারে ওর ফোরহ্যান্ড কিছুটা দুর্বল। তবু এই জায়গাটাতেও অসম্ভব উন্নতি করেছে। ব্যাকহ্যান্ড নিয়ে তো আলোচনাই হতে পারে না। আজকাল আক্রমণ করতেও ভয় পায় না। কুরিয়র ওর সঙ্গে দাবাড়ুদের তুলনা করে একদম ঠিক বলেছে। দাবার বোর্ডের মতো কখন কোন জায়গায় থাকতে হয়, সেটা দারুণ বোঝে।”””” রাশিয়ারই আসলান কারাতসেভকে হারিয়ে জোকোভিচ যে ভাবে মেদভেদেভ-স্তুতি করেছেন তাতে মনে হতে পারে ফাইনালে তিনি নিজেকে ”আন্ডারডগ” ভাবছেন। অনেকে অবশ্য এটাকে সার্বিয়ান মহাতারকার মনস্তাত্ত্বিক খেলা বলেও মনে করছেন। অর্থাত এ সব বলে তিনি দানিলকেই চাপে ফেলতে চান!

বড় জয় দিয়েই বিজয় হাজারে অভিযান শুরু বাংলার

বড় জয় দিয়েই বিজয় হাজারে অভিযান শুরু করল বাংলা। আজ ইডেনে এলিট গ্রুপ ই-র প্রথম ম্যাচে সার্ভিসেসকে ৭০ রানে হারাল অনুষ্টুপ মজুমদারের দল। টস জিতে বাংলাকে ব্যাট করতে পাঠায় সার্ভিসেস। বাংলা এই ম্যাচে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়কে প্রথম একাদশে রাখেনি। তিনে ব্যাট করতে নামেন ভারতীয় শিবির থেকে ফেরা বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরন। অনুষ্টুপ মজুমদার ও কাইফ আহমেদের অর্ধশতরানে ভর করে ৫০ ওভারে বাংলা তোলে ৬ উইকেটে ৩১৫ রান। ওপেন করতে নেমে বাংলার শুরুটা ভালোই করেন শ্রীবত গোস্বামী ও বিবেক সিং। ১৭তম ওভারে দলের একাত্তর রানের মাথায় শ্রীবত আউট হন ২৮ রান করে। এর দুই বল পরেই রান আউট হন অপর ওপেনার বিবেক, করেন ৩৯। সেখান থেকে অভিমন্যু ঈশ্বরনকে নিয়ে দলের রান এগিয়ে যেতে থাকেন অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার। তৃতীয় উইকেট জুটিতে তাঁরা ৯২ রান যোগ করেন। ৬টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে ৬১ বলে ৫৮ রান করে আউট হন অনুষ্টুপ। ৪০তম ওভারে ২০৫ রানে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলা।

ঈশ্বরন ব্যক্তিগত ৩৯ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। এরপর কাইফ ও শাহবাজ জুটি ঝোড়ো ব্যাটিং করে দলের রান এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ৪৫তম ওভারে বাংলার পঞ্চম উইকেট পড়ে ২৪৭ রানের মাথায়। ১৮ বলে ২৫ রান করে ফেরেন শাহবাজ আহমেদ। ৫০ ওভারের ফরম্যাটে বাংলার হয়ে নিজের অভিষেক ম্যাচে ব্যাট হাতে ভরসা দিলেন কাইফ আহমেদ। গত মাসেই সৈয়দ মুস্তাক আলি টি ২০-তে তাঁর বাংলা দলে অভিষেক হয়। তামিলনাড়ু ম্যাচে অপরাজিত ৬৩ করেছিলেন। আর এদিন তিনি দলের হায়েস্ট স্কোরার। শাহবাজ ফেরার পর ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে জুটিতে গুরুত্বপূর্ণ রান যোগ করে বাংলার তিনশো রান পেরিয়ে যাওয়া নিশ্চিত করেন কাইফ। ৪৯তম ওভারে দলের ২৮৯ রানের মাথায় আউট হন তিনি। ১১টি চার ও দুটি ছয়ের সাহায্যে ৫৩ বলে ৭৫ রান করেন কাইফ। বাংলাকে তিনশোর গণ্ডি পার করিয়ে দেন ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায় ও অর্ণব নন্দী। ঋত্বিক ১১ বলে ২০ ও অর্ণব ৬ বলে ১৭ রানে অপরাজিত থাকেন।জবাবে খেলতে নেমে ৪৯.৪ ওভারে ২৪৫ রানের বেশি তুলতে পারেনি সার্ভিসেস। অধিনায়ক রজত পালিওয়াল করেন ৯০। বল হাতে ১ উইকেট নেওয়ার পর পুলকিত নারাঙ্গ করেন ৫৩। অর্জুন শর্মা ব্যাট করতে নামতে পারেননি। শুরু থেকেই বাংলার বোলারদের দাপটে ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি সার্ভিসেস। ঈশান পোড়েল, শাহবাজ আহমেদ, মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ দুটি করে উইকেট দখল করেছেন। অর্ণব নন্দী নিয়েছেন একটি উইকেট। বাংলার পরের ম্যাচও ইডেনেই, মঙ্গলবার চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে।

মুম্বইকে হারিয়ে বাগানের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাস্তা সুগম করল জামশেদপুর

নয়াদিল্লী, ২১ ফেব্রুয়ারী।। পানাজি: ডার্বি জিতে শুক্রবার সার্জিও লোবেরার মুম্বইকে এমনিতেই বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল এটিকে-মোহনবাগান। আর ঠিক পরদিনই সেই চাপের প্রেসার কুকারে থেকে ম্যাচ হেরে বসল মুম্বই সিটি এফসি। জামশেদপুর এফসি”র কাছে হেরে লিগ শিল্ড উইনারের রাস্তা দুর্গম করে ফেলল লোবেরার ছেলেরা। অন্যদিকে ১৮ ম্যাচ শেষে পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাস্তা আরও সুগম হল এটিকে মোহনবাগানের। ওয়েন কয়েলের ছেলেদের কাছে এদিন ১-২ গোলে হারল মুম্বই। দ্বিতীয়ার্ধে জামশেদপুরের হয়ে গোল দু”টি করেন বরিস সিং এবং ডেভিড গ্রান্ডে।টানা দু”টি ম্যাচ হেরে চলতি আইএসএলে যে মুম্বই সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন এই মুহূর্তে সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর জামশেদপুরের হারের অর্থ আগামী সোমবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তিন পয়েন্ট পেলেই কাঙ্খিত লিগ শিল্ড উইনার হিসেবে আগামী মরশুমে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলবে হাবাসের দল। সেক্ষেত্রে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি এটিকে মোহনবাগান বনাম মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচ কার্যত নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াবে। তাই সোমবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে এটিকে মোহনবাগানের হারের প্রত্যাশী হয়ে বসে থাকা ছাড়া কোনও উপায় নেই লোবেরার দলের কাছে।গত ম্যাচে হাবাসের দলের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে পয়েন্ট খোয়ানোর পর এদিন মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে হোমওয়ার্ক করেই মাঠে নেমেছিল জামশেদপুর। কয়েলের দল হাই-প্রেসিং ফুটবল খেলার চেষ্টা করলেও প্রথম ৪৫ মিনিটে সেই অর্থে ঘটনাবহুল ছিল না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও একইভাবে মুম্বইয়ের গোলমুখে অনেক বেশি হানা দিতে থাকে জামশেদপুর। আইজ্যাকের ক্রস থেকে ফারুখ চৌধুরির প্রয়াস অমরিন্দরের দস্তানায় প্রতিহত হয়।৭২ মিনিটে অবশেষে মুম্বই রক্ষণের লকগেট খুলতে সক্ষম হয় জামশেদপুর। আইতর মনরয়ের কর্নার থেকে ফারুখ চৌধুরির দুরন্ত ফ্লিক অমরিন্দর আংশিক প্রতিহত করলে ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা পরিবর্ত বরিস সিং গোলে বল ঠেলতে কোনও ভুল করেননি। পালটা সমতায় ফেরায় সুযোগ এসেছিল মুম্বইয়ের কাছে। কিন্তু সাই গড্ডার্ডের কর্নার থেকে ফ্রি-হেডার নষ্ট করেন মোর্তাদা ফল।

সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটে মনরয়ের ঠিকানা লেখা পাস বক্সে দুরন্ত ট্র্যাপ করেন ডেভিড গ্রান্ডে। এরপর অমরিন্দরকে পরাস্ত করে নিশানায় অব্যর্থ থেকে জামশেদপুরের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার। হারের ফলে ১৮ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দু”নম্বরে রইল মুম্বই। অন্যদিকে প্লে-অফের আশা হারালেও ১৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে অবস্থান উন্নত করল রেড মাইনার্সরা।লাল-নীল-গেরুয়া...! ”রঙ” ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ”খাচ্ছে”? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ”সংবাদ”! ”ব্রেকিং” আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ”রঙ” লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ”ফেক” তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ”ফ্রি” নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

বিশ্বকাপ ভারত থেকে সরানোর দাবি জানাতে পারে পাক ক্রিকেট বোর্ড

নয়াদিল্লী, ২১ ফেব্রুয়ারী।। চলতি বছরে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল পাকিস্তান। পাক ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান এহসান মানি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পেলে তাঁরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত থেকে সরিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে করার দাবি জানাবেন। মানি এও বলে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের মনোভাবের কথা আইসিসি-কে জানিয়েও দিয়েছেন। শনিবার লাহৌরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মানি বলেন, “বড় তিন দেশের মানসিকতা বদলের সময় এসেছে। আমরা শুধু পাকিস্তান ক্রিকেটারদের ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতি চাইছি না। পাকিস্তানি সাংবাদিক এবং দর্শকদের ভিসা পাওয়ার ব্যাপারেও লিখিত নিশ্চয়তা চাই।” পাক বোর্ডকর্তা এও বলেন, “আমরা আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছি, মার্চ মাসের মধ্যে ভারতকে এই ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। না হলে আমরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে ভারত থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য ময়দানে নামব।”শুধু ভিসা সংক্রান্ত ব্যাপারেই নয়, সবার নিরাপত্তা নিয়েও নিশ্চয়তা চান মানি। তাঁর দাবি, পুরো পাক দলের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও লিখিত নিশ্চয়তা দিতে হবে ভারতকে। মানির মতে, দু’দেশের সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই এই নিশ্চয়তা পাওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

চলতি বছরে অক্টোবর-নভেম্বরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ভারতে। এই বছরেই শ্রীলঙ্কায় হওয়ার কথা এশিয়া কাপও। যা নিয়ে মানি জানিয়েছেন, এশিয়া কাপের জন্য শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সূচিতে সময় বার করেছে। এ বারের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটে হবে।বিরাটকে নিয়ে গর্বিত সচিন: বিরাট কোহালি যে ভাবে মানসিক অবসাদের কথা প্রকাশ্যে বলেছেন, তাতে গর্বিত সচিন তেন্ডুলকর। সচিন টুইট করেছেন, “বিরাট, যে ভাবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিলে, তার জন্য আমি গর্বিত।” আগের দিন কোহালি বলেছিলেন, ২০১৪ সালের ইংল্যান্ড সফরে তিনি মানসিক অবসাদের শিকার হন। এ দিন কোহালি আবার তাঁর আইপিএল দল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের পোস্ট করা ভিডিয়োয় তিনি বলেছেন, “যে দল এ বার তৈরি করতে পেরেছি, তা নিয়ে খুশি।

বাংলাদেশের শহীদ মিনারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

মাতৃভাষাকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি।। মাতৃভাষা মানে মায়ের ভাষা। যে ভাষা আমরা জন্মের পরই মায়ের কাছে শিখি। তাই মাতৃভাষার গুরুত্ব আমাদের কাছে অপরিসীম। আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

তিনি বলেন, জন্মের পরে মায়ের কাছে শেখা যে ভাষায় আমরা বলতে ও পড়তে শিখি সে ভাষা ছোটবড় যে কোনও জনগোষ্ঠীরই হোক না কেন তা আমার মাতৃভাষা। সেই ভাষায় কথা বলতে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। সেই ভাষায় আমরা মনের ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারি। সকল ভাষার সম্মানে আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এই থিমকে ভিত্তি করে ও অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে উদযাপন করা হলো রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২১। শিক্ষা দপ্তর, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বাংলাদেশ সহকারি হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। রেলিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সুদৃশ্য ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ভাষায় প্লে-কার্ড হাতে ও চিরাচরিত পোশাকে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকাগণ রেলিতে অংশ নেন।

সেই সাথে রেলিতে অমর ২১-র শিক্ষা চেতনা বিকাশ নিয়ে উচ্চারিত হয় নানা গণধনি। রেলিত শেষে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনাতেই রাজ্যের বিলুপ্তপ্রায় করবং ভাষার বয়োজেষ্ঠ্য প্রতিনিধি রবিমোহন করবংকে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথিগণ সম্মান ও সংবর্ধনা জানান। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই ২০২১ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিজের মনের ভাবভঙ্গিকে সহজে ফুটিয়ে তুলতে আমাদের প্রত্যেকের মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নয়া শিক্ষানীতির মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

কারণ তিনি অনুভব করেছেন, মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। তাই আগে মাতৃভাষা শিখি, পরে অন্য ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করি। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে আমাদের দেশ দীর্ঘদিন নানা বিদেশি জাতিগোষ্ঠীর শাসনে ছিলো। আমাদের মাতৃভাষার সাথে অন্যান্য আরও নানা ভাষা মিশে গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশি ভাষার প্রতিষ্ঠার চাপে আমাদের মাতৃভাষা নির্যাতিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপই ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে মাতৃভাষার মুক্তির আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের পথ ধরেই আজ আমাদের সকলের মাতৃভাষা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এখানে অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিলুপ্ত প্রায় জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষার প্রতিনিধিকে সম্মান দেওয়া হলো। এই বিষয়টি ঐ ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। সেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সফরের আগে বাংলায় একাধিক টুইট করে পশ্চিমবঙ্গকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সোমবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামীকাল বিকেলে ভার্চুয়ালি নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর মেট্রোপথের উদ্বোধন করবেন। তার আগে রবিবার বাংলায় টুইট করে জানালেন, মেট্রোর ফলে 'মা কালীর' দুই ''পবিত্র মন্দির'' কালীঘাট এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। সেই সঙ্গে টুইটের ছত্রে ছত্রে বাংলা সংস্কৃতির উপর জোর দিলেন। রাজ্য সফরের আগে টুইটে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন রাজ্যেকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেব।

টুইটে বাঙালি ভাবাবেগ উস্কে দিয়ে একাধিক ছবি পোস্ট করে বাংলায় মোদী লেখেন, 'হুগলি থেকে মেট্রো রেলের নোয়াপাড়া ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে সম্প্রসারিত অংশটির উদ্বোধন করা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মা কালীর দুটি পবিত্র মন্দির কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে, তাই এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্দিরগুলি প্রাণবন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক।'

আরও একটি বাংলা টুইটে মোদী লেখেন, 'আপনারা জেনে খুশি হবেন, বরাহনগর ও দক্ষিণেশ্বরের নবনির্মিত স্টেশন দুটিতে অনেক অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যা সহজ জীবনযাত্রার জন্য আরও সহায়ক হবে। এই স্টেশনগুলিতে রয়েছে দৃষ্টি নান্দনিকতার ছোঁয়া।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনে বাংলার সংস্কৃতির উপর জোর দিয়েছেন মোদী। তিনি যে ছবি পোস্ট করেছেন, তার মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তির ছবিও আছে। বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগে এই সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, 'বাংলার মহান ভূমিতে জন্মেছেন এমন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বরা দেশের অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন। সেই বাংলাকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। আগামীকাল একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনে আমি হুগলিতে হাজির থাকবো।'

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি সফরসূচি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, সোমবার নোয়াপাড়া — দক্ষিণেশ্বর ৪.১ কিলোমিচার মেট্রো লাইনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর আগামী মঙ্গলবার থেকে যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে। তার ফলে উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোয় এবার নিউ গড়িয়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাতায়াত করা যাবে। এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে ৪৬৪ কোটি টাকা। পুরো টাকাটাই দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়া কলাইকুন্ডা থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার তৃতীয় লাইনের উদ্বোধন করবেন তিনি। এই পথে স্টেশনগুলিকেও নতুন ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। সঙ্গে আজিমগঞ্জ --- খাগড়াঘাট ডাবল লাইন ও ডানকুনি --- বারুইপাড়া চতুর্থ লাইনে দেশবাসীকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

নিরাপত্তার স্বার্থে অমিতাভ বচ্চনের বাংলোর বাইরে মোতায়েন অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী

মুম্বাই, ২১ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : এবার নিরাপত্তার স্বার্থে অমিতাভ বচ্চনের বাংলোর বাইরে মোতায়েন করা হল অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী। মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর 'জলসা' বাংলোর বাইরে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।

স্থানীয় থানার তরফে জানানো হয়েছে, অস্থায়ীভাবে এই বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হল বিগ বি'র বাংলোর সামনে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী রাখা হয়েছে অমিতাভের বাংলোর সামনে।

প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহেই মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতা নানা পাটোলে হুঁশিয়ারির সুরে অমিতাভ বচ্চন, অক্ষয় কুমারদের জানিয়েছিলেন, পেট্রোপণ্যের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির মতো জাতীয় ইস্যুতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর না চড়ালে তাঁদের শুটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে।

তাই কংগ্রেস নেতার টার্গেটে বলি অভিনেতারা। বিগ বি, অক্ষয় কুমারদের শুটিং বন্ধ করে দেওয়া নিয়ে নানা পাটোলের এই হুঁশিয়ারিতে বেশ শোরগোল পড়ে। এর ঠিক পরই মুম্বইয়ে শাহেনশার বাংলোর নিরাপত্তা বাড়ল।

পেট্রোল ও ট্যাক্সের টাকা লুট করছে বিজেপি সরকার, অভিযোগ তুলে রাজ্যব্যাপী আন্দোলনে অসম কংগ্রেস

গুয়াহাটি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিজেপি সরকার পেট্রোপণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি করিয়ে ট্যাক্সের টাকা লুটের ব্যবস্থা করেছে। এর বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন শুরু করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস। আজ রবিবার থেকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এ ব্যাপারে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করছে।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল ওয়াসনিক, অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, কংগ্রেসের নির্বাচনি প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ, নির্বাচনের দলীয় ইস্তাহার কমিটির চেয়ারম্যান তথা সাংসদ গৌরব গগৈ, বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া, প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান রকিবুল হুসেন, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেবরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত প্রতিবাদী কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'পেট্রোলের মূল প্রতি লিটারে ৩৩.৪৬ টাকা এবং ডিজেলের দাম প্রতি লিটারে ৩১.৮২ টাকা। তবে সাধারণ মানুষ অসমে পেট্রোলের জন্য প্রতি লিটারে ৮৭ টাকা এবং ডিজেলের জন্য ৮২ টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন কেন? ট্যাক্স অর্থাৎ করের নামে জনগণকে লুটেপুটে খাচ্ছে বিজেপি সরকার।' এভাবেই সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে রিপুন বরা বলেন, 'জনগণের কাছে পেট্রোলের দাম বৃদ্ধির জন্য বিজেপি সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির তথ্য গোপন করছে কেন? পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি কারচুপির সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা হলেও জনগণের কাছে তা স্পষ্ট করে উপস্থাপন করছে না বিজেপি সরকার।' প্রদ্যুৎ বরদলৈ বিজেপি সরকারেৰ আমলে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনিও সরাসরি সরকারকে প্রশ্ন করে জানতে চান, কীসের ভিত্তিতে বিজেপি সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে? তিনি বিজেপির কাছে এর সঠিক উত্তর জানতে চান। গৌরব গগৈ বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোপণ্যের মূল্য স্বাভাবিক থাকলেও অজ্ঞাত কারণে বিজেপি সরকার অসমে পেট্রোলের মূল্য মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি করেছে। সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধির ফলে ভারাক্রান্ত। সুতরাং বিজেপি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছত্তিশগড়ে সস্তা জ্বালানি

রাঁচি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কর কমিয়ে জ্বালানির দাম কমাল ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকার। দেশজুড়ে পেট্রলের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ যখন নাভিশ্বাস তখনই বড়সড় সিদ্ধান নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল। যার জেরে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যটিতে পেট্রলের দাম পাশের রাজ্যগুলির তুলনায় লিটারপ্রতি ১২টাকা পর্যন্ত সস্তা হল। ডিজেলে লিটারপ্রতি দাম কমতে পারে ৪ টাকা পর্যন্ত।

ভুপেশ বাঘেলের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার রাজ্যে পেট্রলের উপর ভ্যাট চাপিয়েছে মাত্র ২৫ শতাংশ। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়েছে ২ টাকা। একইভাবে ডিজেলের উপরও ছত্তিশগড় সরকার কর চাপিয়েছে ২৫ শতাংশ। তার সঙ্গে অতিরিক্ত শুল্ক মাত্র ১ টাকা। যা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির তুলনায় কম। এর ফলেই রাজস্থান-মুম্বইয়ের মতো রাজ্যে পেট্রল যেখানে ৯৫-১০০টাকা লিটার বিকোচ্ছে, সেখানে ছত্তিশগড়ে তা বিকোচ্ছে মাত্র ৮৫-৮৮ টাকা লিটারে। একইভাবে ডিজেলের দামও ছত্তিশগড়ে দেশের অন্য প্রান্তের তুলনায় কমবেশি ৪ টাকা করে সস্তা। এই মুহূর্তে দেশে পেট্রলের বেসিক মূল্য ১৯ টাকা ৪৮ পয়সা। এর উপর কেন্দ্র সরকার কর বসায় ৩১টাকা ৯৮ পয়সা।

আজ ফের অসমে আসছেন প্রধানমন্ত্রী দু-দুটি জনসভায় ভাষণ দেবেন মোদী

গুয়াহাটি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল ২২ ফেব্রুয়ারি ফের আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিমধ্যে দুবার অসম সফরে এসে একাধিক বিশাল বিশাল সমাবেশে উদাত্ত ভাষণ দিয়ে গেছেন তিনি। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আগামীকাল সোমবার উজান অসমের ধেমাজি এবং শিলাপথারের দুটি বিশাল প্রকাশ্য সমাবেশে অংশগ্রহণ করে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ধেমাজি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিলাপথারের জনসভায়ও উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন তিনি। শিলাপথারে বিশাল বিশাল এলইডি স্ক্রিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২৩ জানুয়ারি এবং ৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোদী দুবার অসম সফর করেছেন। ২৩ জানুয়ারি তিনি শিবসাগর জেলার ঐতিহাসিক জেরেঙাপথারে আয়োজিত বিশাল কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের ১.০৬ লক্ষ খিলঞ্জিয়া ভূমিহীনদের মধ্যে জমির পাট্টা প্রদানের শুভারম্ভ করেছিলেন। পরবর্তীতে ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশ্বনাথ জেলার বিশ্বনাথ চারিআলিতে একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের শিলান্যাসের পাশাপশি আরও কয়েকটি প্রকল্পের শুভারম্ভ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও ইতিমধ্যে কয়েকবার স্বরাষ্ট্মন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা প্রমুখ তাবড় কেন্দ্রীয় নেতা ও মন্ত্রী অসম সফর করে জনসভায় ভাষণ দিয়ে গেছেন।

শ্রীপুরে সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের ভূমিপূজন ও শিলান্যাস বিধায়কের

পাথারকান্দি, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : একটি শিশু যখন নিজের প্রচেষ্টায় বলিয়ান হয়ে মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর হয়ে সুনাগরিক হিসেবে সমাজের সেবায় এগিয়ে আসবে তখনই এই দেশের সার্বিক পরিবর্তন সম্ভব। বলেছেন শিক্ষা বিকাশ পরিষদ শ্রীভূমি জেলার সহ-সম্পাদক তথা করিমগঞ্জ সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের প্রধান আচার্য অঞ্জন গোস্বামী।

আজ রবিবার পাথারকান্দির শ্রীপুর এলাকায় সরস্বতী বিদ্যানিকেতনের ভূমিপূজন এবং শিলান্যাস অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য পেশ করছিলেন অঞ্জন গোস্বামী। তিনি বলেন, মানবজন্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-সাক্ষাৎকার। অর্থাৎ নিজেকে চেনা। যদিও অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু আজকের দিনে একে বাস্তবায়িত করতে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান অর্জনের। আর সেই জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত স্থানই হচ্ছে বিদ্যালয়। গোস্বামী বলেন, আদর্শ নাগরিক নির্মাণের লক্ষ্যে গোটা দেশে এখন পর্যন্ত বিদ্যা ভারতী প্রায় ৩৫ হাজারেরও বেশি বিদ্যালয় স্থাপন করে পাঠদান চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন পর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে পাথারকান্দিতে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এ ধরনের একটি বিদ্যালয় নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার উপরও তিনি আলোকপাত করেন।

অঞ্জন গোস্বামী আরও বলেন, উদ্দেশ্যবিহীন মনুষ্য জীবন বৃথা। আর সেজন্যই ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সামনে রেখে বিদ্যা ভারতী এ ধরনের বিদ্যালয় গড়ে সমাজ সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলছে। বক্তব্যের শুরুতে তিনি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে এই বিদ্যালয় শুভারম্ভের ব্যাপারে স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, বিগত ২০১৮ সালে পাথারকান্দির বর্তমান বিধায়ক তাঁর একান্ত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তৎকালীন জেলাশাসকের কাছ থেকে বিদ্যালয় ভবনের জন্য দুই বিঘা সরকারি জমির ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে তিনি বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য আনটাইড ফান্ড থেকে এক কোটি টাকা মঞ্জুরও করেন। একইভাবে শিক্ষা বিকাশ পরিষদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত-চিনের দশম সামরিক বৈঠক চলল ১৬ ঘণ্টা

লাদাখ, ২১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারত-চিনের দশম দফার সামরিক কমান্ডার পর্যায়ের ম্যারাথন বৈঠক ইতিবাচকভাবেই শেষ হল। ১৬ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকে এখনই দেপসাং, গোগরা ও হট স্প্রিং থেকে সেনা সরানোর বিষয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত না হলেও বৈঠকে এই এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে ভারত চিনকে কড়া বার্তা দিয়েছে বলেই খবর। এবিষয়ে আগামীদিনে আরও খুঁটিনাটি আলোচনা চালানো হবে।

শনিবার সকাল ১০টায় প্যাঙ্গংয়ের দক্ষিণ তীরে চুসুলের কাছে মল্ডোতে হওয়া এই বৈঠকে মূলত দেপসাং, হট স্প্রিং ও গোগরা থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে দু'দেশের মধ্যে আলোচনা হয়। ১৬ ঘণ্টার দীর্ঘ বৈঠকে কীভাবে এই সব এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করা হবে তার পদ্ধতি নিয়েই দু'দেশের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এর আগেও অনেক বার সেনা প্রত্যাহার করার কথা বলে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করেনি চিন। তাই লাল ফৌজ আগে পিছু হটবে। তারপরেই ভারতীয় বাহিনীও পিছু হটবে। কীভাবে ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে তা নিয়ে আলোচনা করতেই নাকি এতটা সময় লেগে যায়।

জানা গেছে এই বৈঠকে লাদাখে ১,৫৯৭ কিলোমিটারের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যে সমস্যা আছে, তা সমাধানের জন্য একটি রূপরেখা তৈরির বিষয়ে একমত হয়েছেন ভারতীয় এবং চিনা সেনার প্রতিনিধিরা। সেই বৈঠকের বিষয়ে ভারতীয় সেনার এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, '১৬ ঘণ্টার আলোচনা ভালোভাবেই কেটেছে। তবে গোগরা-হট স্প্রিংয়ে সেনা সরানো এবং দেপসাং-এ টহলদারির অধিকারের বিষয়ে যে সমস্যা আছে, তা নিয়ে দু''পক্ষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন আছে।'

গত ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল প্যাঙ্গং লেকের দুই তীর থেকে সেনা সরানোর কাজ। তা শেষ হয়েছে। প্যাঙ্গং হ্রদের দুই তীরে আর কোনও দেশের সেনা নেই বলেই জানা গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্রে হ্রদের উত্তর তীরে জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে যে চিনা মিলিটারি ক্যাম্প দেখা গিয়েছিল সেগুলি আর নেই।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সংসদে জানিয়েছেন, "ধাপে ধাপে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে ও সব কিছু খতিয়ে দেখে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে রাজি হয়েছে দু'দেশ।" তিনি জানিয়েছিলেন, প্যাঙ্গং হ্রদ থেকে সেনা সরে যাওয়ার পরেই লাদাখের অন্য অংশে শান্তি স্থাপনের বিষয়ে আলোচনায় বসবে ভারত ও চিন। সেই কাজই শুরু হয়েছে।

তবে প্যাঙ্গংয়ের পাহাড়ি রেঞ্জ থেকে সেনা সরাতে বলে চিন নতুন করে ফাঁদ পাততে পারে বলেও মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। চিন সেনা সরানো শুরু করলে, পিছিয়ে আসতে হবে ভারতীয় বাহিনীকেও। সেই সুযোগে ফের আগ্রাসনের চেষ্টা করতে পারে লাল সেনা, সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে ভারতীয় সেনারা জানাচ্ছে, চিনের স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত ভারত। তাই প্রতি মুহূর্তেই সতর্ক নজর রাখা হবে চিনের বাহিনীর ওপরে।

jagarantripura
নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন হিন্দি খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।